বিশেষ সংখ্যা

কারিতাস রবিবার

প্রকাশনার ৮৩ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ১০ ❖ ১৯ - ২৫ মার্চ, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

ত্যাগ ও সেবা অভিযান

একসাথে পথ চলি, মিলন সমাজ গঠন করি

প্রায়শ্চিত্তকাল ও আমাদের আধ্যাত্মিক পরিচর্যা

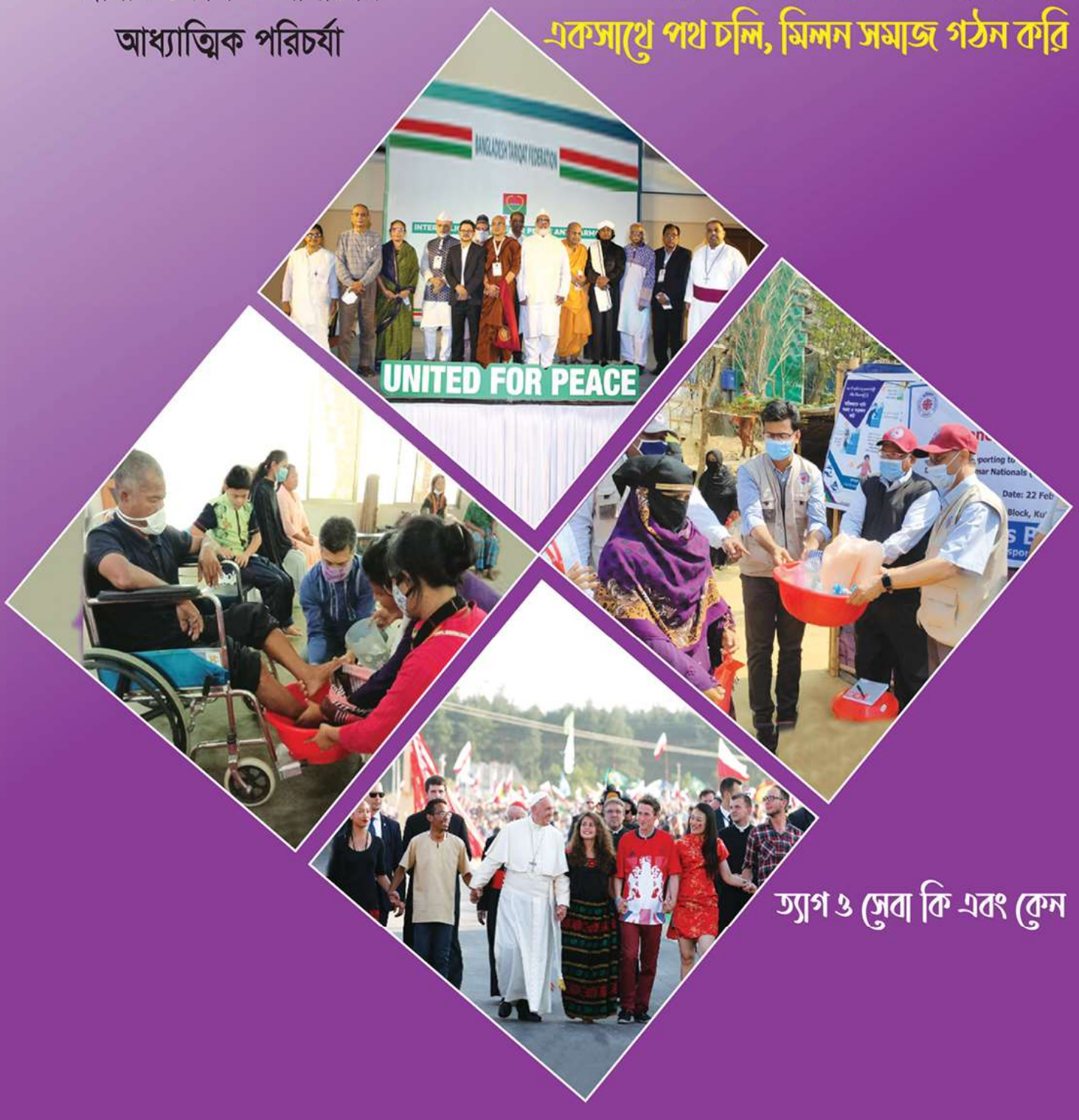

ত্যাগ ও সেবা কি এবং কেন

শ্রদ্ধাঞ্জলি

"মরণসাগরপারে তোমরা অমর, তোমাদের স্মরি।
নিখিলে রচিয়া গেলে আপনারই ঘর, তোমাদের স্মরি।"

প্রয়াত জন ব্যাপ্টিষ্ট ডি'কস্তা (নায়েব)
মৃত্যু: ১৯ অক্টোবর, ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দ

প্রয়াত আগ্নেস রড্রিক্স
মৃত্যু: ১২ মার্চ, ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ
ধনুন, নাগরী, গাজীপুর।

প্রয়াত ক্যাথরিন ডি'কস্তা (হাসি)
জন্ম: ১৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ১৯ মার্চ, ২০১০ খ্রিস্টাব্দ
ধনুন, নাগরী, গাজীপুর।

প্রয়াত ফিলোমিনা কস্তা
জন্ম: ৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ১৫ নভেম্বর, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ (লন্ডন)

দেখতে দেখতে ফিরে এলো সেই স্মৃতিময় শোকাহত স্মরণীয় দিনগুলি, যে দিনগুলিতে তোমরা সৃষ্টিকর্তার কাছে অনন্ত শান্তি নিকেতনে চলে গিয়েছ। তোমাদের স্মৃতি আজও আমাদের অন্তরে চির অম্লান হয়ে আছে। তোমরা স্বর্গধাম হতে আমাদের সকলকে আশীর্বাদ কর যেন আমরাও তোমাদের পবিত্র জীবন ও আদর্শের অনুসারী হতে পারি।
পরম করুণাময় ঈশ্বর তোমাদের অনন্ত সুখ দান করুন। এ প্রার্থনায়–

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে–

এড্ওয়ার্ড ডি'কস্তা

ছেলে- ছেলে বউ	:	হিউবার্ট-জ্যোৎস্না, রিচার্ড-চন্দনা, রেমন্ড
মেয়ে-মেয়ে জামাই	:	লাভলী-বিপিন, লাইলী-রবার্ট, লীনা-লিটু, লীজা-আকাশ
নাতি-নাতনীরা	:	কিষাণ, কুন্তল, কৌশল, রিন্‌ভী, কলিন্স, কান্তা, ব্রেন্ডা, ব্রেডেন, গ্রেস, এঞ্জেল, মাধুর্য, মুগ্ধ রোজলীন-সাগর, রিয়া-কলিন্স, এলভিস, পূর্ণতা ও এ্যারন
পুতিন	:	অরলিন

বিজ্ঞ/৮৪/২০২৩

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮৩, সংখ্যা : ১০
১৯ - ২৫ মার্চ, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ
৫ - ১১ চৈত্র, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

সম্পাদকীয়

ত্যাগ ও সেবা চর্চা করি একসাথে মিলনের পথে চলি

খ্রিস্ট বিশ্বাসীদের জীবনে অন্যতম একটি সময় তপস্যাকাল। এই সময়ে তারা নিজেদেরকে মূল্যায়নপূর্বক পরিবর্তিত ও রুপান্তরিত করার প্রয়াস চালায়। প্রায়শ্চিত্ত ও ছোট ছোট ত্যাগস্বীকারের মধ্যদিয়ে চলে সেই সাধনা। তপস্যাকাল পালন করে প্রার্থনা, উপবাস ও দয়াকাজে ঋদ্ধ হয়। তাই এই তপস্যাকালের চতুর্থ রবিবার কারিতাস রবিবার উদ্‌যাপন করা হয়। কারিতাস শব্দটির অর্থ ভালবাসা। মানুষকে ভালবাসা ও সেবা করা সকল ধর্মেরই সার কথা। মানুষকে ভালবাসার মধ্যদিয়েই সৃষ্টিকর্তাকে ভালবাসা যায়। খ্রিস্টধর্মের প্রবর্তক যিশুখ্রিস্ট ভালবাসা ও সেবার উপরই সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ করেছেন। যে ভালবাসা প্রাত্যহিক জীবনে বাস্তবভাবে প্রকাশ করতে পারি দীন-দরিদ্র ও প্রান্তিকজনের পাশে থেকে ও তাদেরকে মূল্য দিয়ে। কারিতাস বাংলাদেশ, বাংলাদেশের কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর সামাজিক সেবা প্রদানকারী সংস্থা হিসেবে সর্বজনীন দয়াময় ভালবাসার কাজ চলমান ও গতিশীল রাখছে। ভালবাসা ও সেবার কাজে মানুষকে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করতে কারিতাস বাংলাদেশ ত্যাগ ও সেবা অভিযানের মধ্যদিয়ে দেশের বিভিন্নস্থানে ত্যাগ-সেবার মাহাত্ম্য ছড়িয়ে দেবার প্রয়াস চালাচ্ছে এবং অনেককে এ মহান কাজে জড়িত করতে চাচ্ছে। এ বছর ত্যাগ ও সেবা অভিযানের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় - 'একসাথে পথ চলি, মিলন সমাজ গড়ে তুলি।' এটি জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য একটি আহ্বান।

কোন ধর্মই মানুষকে ঘৃণা করতে বলে না; কোন ধর্মই হানাহানির পক্ষে নয়। তথাপিও স্বার্থপরতা, হানাহানি, ধনী-দরিদ্রদের বৈষম্য ও একে অপরের প্রতি বিদ্বেষ ক্রমেই বেড়ে চলেছে। মানুষের প্রতি মানুষের মর্যাদা নেই। এই অবস্থা হতে উত্তরণের জন্য প্রত্যেককে নিজ নিজ বিবেক জাগ্রত করতে হবে এবং সেবার গুণগত মান বাড়াতে সচেষ্ট হতে হবে। আর সমাজ পরিবর্তনের জন্য মূল্যবোধ সম্পন্ন মানুষ হওয়া একান্তই প্রয়োজন। কারিতাস বাংলাদেশ মানিবক মূল্যবোধ সম্পন্ন মানুষ গড়ার কাজটি অনেক দিন ধরেই করে চলছে ত্যাগ ও সেবা কর্মসূচী বাস্তবায়নের মাধ্যমে। কেননা মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন ব্যক্তিই স্বার্থপরতা ত্যাগ করে অন্যের প্রয়োজনে পাশে এসে দাঁড়াতে পারে। বর্তমানে প্রযুক্তির অভাবনীয় অগ্রগতি ও সহজলভ্যতা ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ ও ভোগবাদকে উসকে দিচ্ছে বলে ত্যাগ ও সেবার মনোভাব ফিকে হয়ে যাচ্ছে। অপ্রয়োজনীয় অনেক বস্তু আমাদের চারপাশে থাকায় অজান্তেই সেগুলো ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে ভোগের বাসনাকে তীব্র করছি। ভোগ করতে করতে বিলাসিতাটাকেও প্রয়োজন বানিয়ে ফেলছি। নিজেদের ভোগ-বিলাসিতায় মত্ত থেকে সাধারণ মানুষের প্রয়োজন ও প্রাপ্যের প্রতি উদাসীন হয়ে পড়ছি। কখনো কখনো এই সহজ-সরল সাধারণ মানুষদেরকে বঞ্চিতও হয়তো করে যাচ্ছি। সঙ্গতকারণেই ত্যাগ ও সেবা শব্দগুলো অনেকের কাছেই তেমন একটা আবেদন সৃষ্টি করে না। এমনি প্রতিকূল বাস্তবতায় ত্যাগ ও সেবার সংস্কৃতি গড়ে তোলা চ্যালেঞ্জিং হলেও সাধুবাদ পাবার যোগ্য। তাই কারিতাস বাংলাদেশ এর ত্যাগ ও সেবা অভিযান দয়াকাজ সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে কিছু অর্থ সংগ্রহের পদক্ষেপ নয়। কিন্তু তা ত্যাগ ও সেবাকাজে উদ্বুদ্ধ করার একটি পদক্ষেপ এবং আমাদের নিজেদের সক্ষমতা প্রদর্শনেরও একটি সুযোগ দান করে। আমরা যেমনি অপ্রয়োজনীয় বিলাসদ্রব্য ত্যাগ করবো তেমনি অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তাও ত্যাগ করতে পারি। মনে রাখতে হবে, ভোগ নয় ত্যাগ ও সেবার মধ্য দিয়েই সুখময়তা আসে জীবনে।

মিলন আনতে হলে একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই স্বার্থপরতা ত্যাগ করতে হবে। স্বার্থপরতা ত্যাগ করতে পারলেই অন্যকে বিশেষভাবে গরীব-দুঃখীদের দান করতে পারব। পোপ ফ্রান্সিস বেশ অনেকদিন যাবতই একসাথে চলা অর্থাৎ সিনোডাল চার্চ হয়ে ওঠার জন্য মণ্ডলীকে আহ্বান করছেন। আর তাঁর তপস্যাকালীন বাণীতে বলেন, তপস্যার প্রায়শ্চিত্তের যাত্রা এবং একসাথে পথ চলার একই ধরণের লক্ষ্য আছে; আর তা হচ্ছে ব্যক্তিগত এবং মণ্ডলীগত রূপান্তর। নিজেদেরকে রূপান্তরিত করতে হলে প্রতিনিয়ত ত্যাগ ও সেবার কাজ করে যেতে হবে যাতে করে তা আমাদের অভ্যাস ও কৃষ্টি-সংস্কৃতি হয়ে ওঠে।

কারিতাস রবিবার উপলক্ষে সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর এই বিশেষ সংখ্যা প্রকাশে সহায়তা দানের জন্য বাংলাদেশ কারিতাসের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা রলো। †

সম্পাদক

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড

ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়

সুনীল পেরেরা
শুভ পাস্কাল পেরেরা
পিটার ডেভিড পালমা

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি

ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন

মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স

দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং

৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক

চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

যীশু তাঁদের বললেন, 'যদি অন্ধ হতেন, তাহলে আপনাদের পাপ থাকত না, কিন্তু এখন যে আপনারা বলছেন, আমরা দেখতে পাচ্ছি, আপনাদের পাপ রয়ে গেছে।' *(যোহন ৯:৪১)*

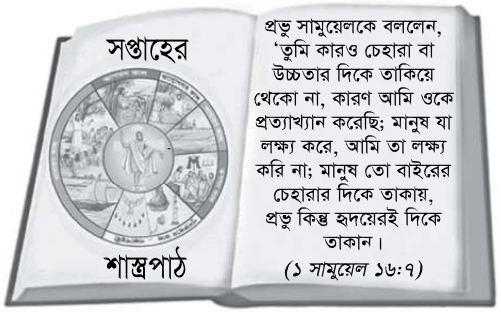

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ১৯ - ২৫ মার্চ, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

১৯ মার্চ, রবিবার

১ সামু ১৬:১খ, ৬-৭, ১০-১৩ক, সাম ২২:১-৩ক, ৩খ-৪, ৫-৬, এফে ৫:৮-১৪, যোহন ৯: ১-৪১ (সংক্ষিপ্ত ১, ৬-৯, ১৩-১৭, ৩৪-৩৮)

কারিতাস রবিবার - দান সংগ্রহ

২০ মার্চ, সোমবার

২ সামু ৭: ৪-৫ক, ১২-১৪ক, ১৬, সাম ৮৯: ১-৪, ২৬-২৭, রোমীয় ৪: ১৩, ১৬-১৮, ২২, মথি ১: ১৬, ১৮-২১, ২৪ক, (বিকল্প লুক ২: ৪১-৫১)

২১ মার্চ, মঙ্গলবার

এজে ৪৭: ১-৯, ১২, সাম ৪৬: ১-২, ৪-৫, ৭-৮ক, ৯ক, যোহন ৫: ১-১৬

২২ মার্চ, বুধবার

ইসা ৪৯: ৮-১৫, সাম ১৪৫: ৮-৯, ১৩গঘ-১৪, ১৭-১৮, যোহন ৫: ১৭-৩০

বিশপ জের্ভাস রোজারিও'র বিশপীয় অভিষেক বার্ষিকী

২৩ মার্চ, বৃহস্পতিবার

যাত্রা ৩২: ৭-১৪, সাম ১০৬: ১৯-২৩, যোহন ৫: ৩১-৪৭

২৪ মার্চ, শুক্রবার

প্রজ্ঞা ২: ১, ১২-২২, সাম ৩৩: ১৭-২১, ২৩, যোহন ৭: ১-২, ১০, ২৫-৩০

২৫ মার্চ, শনিবার

প্রভুর আগমন সংবাদ (দূত সংবাদ)

ইসা ৭: ১০-১৪; ৮: ১০, সাম ৪০: ৬-১১, হিব্রু ১০: ৪-১০, লুক ১: ২৬-৩৮

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

১৯ মার্চ, রবিবার

+ ১৯৮৩ ব্রাদার জোরার্ড টুর্কেটি সিএসসি

২০ মার্চ, সোমবার

+ ১৯৯৭ ফাদার আলফ্রেড জে নেফ সিএসসি (ঢাকা)

২১ মার্চ, মঙ্গলবার

+ ১৯২৩ ফাদার আলবার্ট ব্লিন সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৬০ ফাদার জেমস মার্টিন সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০০১ ফাদার এনরিকো ভিগানো পিমে (দিনাজপুর)

২২ মার্চ, বুধবার

+ ২০০৩ সিস্টার মেরী পাত্রিসিয়া এসএমআরএ (ঢাকা)
+ ২০১৪ সিস্টার মেরী পেট্রা এসএমআরএ (ঢাকা)
+ ১৯৯০ ফাদার ফ্রান্সিস রোজারিও (ঢাকা)
+ ১৯৯৮ সিস্টার অস্ক্লিয়া পাহান সিআইসি (দিনাজপুর)
+ ২০১৮ ফাদার বানার্ড পালমা (ঢাকা)

২৪ মার্চ, শুক্রবার

+ ১৯৮৯ ফাদার হেনরী ভেন হুফ ওএমআই (ঢাকা)
+ ১৯৯৯ ফাদার ফেডারিক বার্গম্যান সিএসসি (ঢাকা)

২৫ মার্চ, শনিবার

+ ১৯৯৭ সিস্টার এম. বোনাভিতা ক্যানন সিএসসি
+ ২০০৪ ফাদার মার্কুশ মারান্ডী (রাজশাহী)

খ্রীষ্টপ্রসাদ সংস্কার

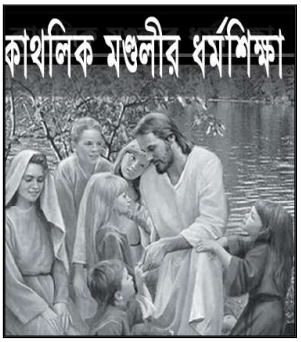

১৪৮৭: পাপী তার পাপ দ্বারা বিক্ষত করে - ঈশ্বরের সম্মান ও ভালবাসা, ঐশসন্তান হতে আহুত মানুষ হিসেবে তার নিজের মানবীয় মর্যাদা এবং যে-মণ্ডলীর ভক্তেরা হবে জীবনময় প্রস্তর সেই খ্রীষ্টমণ্ডলীর আধ্যাত্মিক কল্যাণ।

১৪৮৮: বিশ্বাসের দৃষ্টিতে পাপের চেয়ে বড় মন্দ আর কিছু নেই এবং পাপীদের নিজেদের জন্য, খ্রীষ্টমণ্ডলীর জন্য ও সমস্ত জগতের জন্য নিকৃষ্টতর পরিণাম আর নেই।

১৪৮৯: পাপের ফলে হারানো ঈশ্বরের মিলনবন্ধনে ফিরে আসা হচ্ছে ঈশ্বরের অনুগ্রহজাত একটি প্রক্রিয়া, কেননা ঈশ্বর দয়ায় সমৃদ্ধ, মানুষের পরিত্রাণের জন্য ব্যাকুল। একজন পাপীকে নিজের ও অন্যদের জন্য এই অমূল্য অনুগ্রহ যাচ্না করতে হবে।

১৪৯০: ঈশ্বরের দিকে ফিরে আসার এই গতিধারাকে বলা হয়: মনপরিবর্তন ও পাপের অনুশোচনা, এবং যার সঙ্গে জড়িত আছে কৃত পাপের জন্য দুঃখ ও ঘৃণা, এবং ভবিষ্যতে আর পাপ না করার দৃঢ় সঙ্কল্প। মনপরিবর্তন- ধারা অতীত ও ভবিষ্যতকে অন্তর্ভুক্ত করে এবং ঈশ্বরের করুণার প্রত্যাশায় পরিপুষ্ট হয়।

১৪৯১: অনুতাপ সংস্কারটি একটি সর্বাঙ্গীন ক্রিয়া যার মধ্যে রয়েছে অনুতাপীর তিনটি ক্রিয়া এবং যাজকের পাপমোচন ক্রিয়া। অনুতাপীর ক্রিয়াগুলো হল অনুতাপ, যাজকের কাছে পাপস্বীকার বা পাপগুলোর প্রকাশ, এবং পাপের জন্য ক্ষতিপূরণ করার ইচ্ছা ও ক্ষতিপুরণের উদ্দেশ্যে কর্মসকল।

১৪৯২: অনুতাপ (দুঃখও বলা হয়) ধর্মবিশ্বাস থেকে উদ্ভূত উদ্দেশ্য দ্বারা অনুপ্রাণিত হতে হবে। যদি ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা থেকে অনুতাপ উদ্ভূত হয়, তা হলে তাকে বলা হয় সম্পূর্ণ অনুতাপ; যদি তার ভিত্তি হয় অন্য কোন উদ্দেশে, তাহলে তাকে 'অসম্পূর্ণ' অনুতাপ বলা হয়।

১৪৯৩: কেউ যদি ঈশ্বর ও খ্রীষ্টমণ্ডলীর সঙ্গে পুনর্মিলন লাভ করতে ইচ্ছা করে, তাহলে তাকে অতি যত্নসহকারে মন-পরীক্ষা ক'রে, পূর্বে স্বীকার করা হয়নি এমন সব স্মরণকৃত গুরুতর পাপ যাজকের কাছে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। লঘুপাপের ক্ষমার জন্য পাপস্বীকার আপনা থেকে যদিও প্রয়োজন নেই, তথাপি পাপস্বীকার করার জন্য খ্রীষ্টমণ্ডলী জোর সুপারিশ করে ।

১৪৯৪: পাপস্বীকার-শ্রোতা অনুতাপীকে কিছু "ক্ষতিপূরণ" বা "প্রায়শ্চিত্ত" প্রদান করেন, যা তাকে পালন করতে হবে, যাতে পাপের দ্বারা কৃত ক্ষত সে সারিয়ে তুলতে পারে এবং খ্রীষ্টের শিষ্যসুলভ অভ্যাসে সে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

১৪৯৫: খ্রীষ্টমণ্ডলীর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পাপমোচনের প্রদত্ত অধিকারবলে কেবলমাত্র যাজকগণই খ্রীষ্টের নামে পাপের ক্ষমা দান করতে পারেন॥

অভিষেক বার্ষিকীতে অভিনন্দন

২২ মার্চ, ২০০৭ খ্রিস্টাব্দ রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল বিশপ জের্ভাস রোজারিও ডিডি-এর পদাভিষেক বার্ষিকী। ২০০৭ খ্রিস্টাব্দের ২২ মার্চ তিনি বিশপ পদে অভিষিক্ত হয়েছেন। "খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ও সাপ্তাহিক প্রতিবেশী"র সকল কর্মী, পাঠক-পাঠিকা এবং শুভানুধ্যায়ীদের পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমরা তার সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু ও সুন্দর জীবন কামনা করি।

- সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

ফাদার বিশ্বজিৎ বর্মন

তপস্যাকালের চতুর্থ রবিবার

প্রথম পাঠঃ সামুয়েল প্রথম গ্রন্থ: ১৬:১, ৬-৭, ১০-১৩

দ্বিতীয় পাঠঃ এফেসীয়ঃ ৫: ৮-১৪

মঙ্গলসমাচারঃ যোহন : ৯:১-৪১

খ্রিস্টেতে প্রিয়জনেরা, আমরা তপস্যাকালের মাঝামাঝি সময়ে রয়েছি। আজকের তিনটি পাঠ আমাদেরকে জীবনময় খ্রিস্ট আলোর সন্ধান দিচ্ছে। যিশু হলেন জগৎ জ্যোতি। সকল আলোর উৎস। আমাদের সৃষ্টিকর্তা ভগবান সেই আলোর দিকেই আমাদেরকে ডাকেন। আমাদেরকে আহ্বান করেন যেন আমরা ভগবানের সেই ডাক শুনতে পারি। আর যখনই ভগবানের সেই ডাক শুনতে পারি এবং সেই ডাকে সাড়া দেই তখন আমাদের জীবন হয়ে উঠে আশীর্বাদে পরিপূর্ণ। আমরা হয়ে উঠি ভগবানের আপনজন। যেমনটি শুনতে পারি আজকের প্রথম পাঠে। যেখানে প্রবক্তা সামুয়েলকে পাঠিয়ে দিলেন দাউদের কাছে এবং দাউদকে ঈশ্বরের কাজের জন্য সামুয়েল মনোনীত করলেন। জীবনময় পরমেশ্বর মানুষের বাহিরের দিক দেখে বিচার করেন না। তিনি আমদের অন্তরের দিক দেখেন। সেই জন্যে বেথলেহেমের সেই জেসের সাত সাতজন ছেলে ছিল কিন্তু শেষে কিনা তাদের মধ্য থেকে শেষের জনকে, যাকে বেশি মূল্য দেওয়া হয়নি সেই সামুয়েলকেই ঈশ্বর বেছে নিয়েছেন। সুতরাং আমরা বুঝতে পারি বাহ্যিক সৌন্দর্যের চেয়ে ঈশ্বর আমাদের অন্তরের শুচিতা ও সৌন্দর্য বেশি পছন্দ করেন। সেই সৌন্দর্যের আলোতেই বাস করতে বলেন।

খ্রিস্টেতে প্রিয়জনেরা, দ্বিতীয় পাঠে আমরা শুনতে পেয়েছি প্রেরিতদূত সাধু পল এফেসীয়দের কাছে ঈশ্বরের আশীর্বাদিত আলোর কথাই প্রকাশ করছেন। তিনি বলছেন; ঈশ্বরের আলো যেখানে থাকবে সেখানে খারাপ কিছু থাকতে পারেনা। আমাদের জীবনে যে সমস্ত কাজ জীবনকে অন্ধকারে ফেলে দেয়, জীবন ধ্বংস করে দেয়, সে সমস্ত কাজ কর্ম থেকে আমরা যেন বিরত থাকি। সাধু পল আমাদেরকে সর্তক করে দিয়ে বলছেন যে; আমরা অন্ধকারে যেকোন কাজই করি না কেন তা কিন্তু একদিন সবার সমনে আলোতেই আনা হবে। আর তখন আমাদের আসল রূপটা ধরা পড়ে যাবে। সুতরাং পাপের পথ থেকে যেন আমরা ফিরে এসে আলোর পথে চলি।

আজকের পবিত্র মঙ্গলসমাচারও আমাদেরকে সত্যময় পরমেশ্বরের আলোর সন্ধান দিচ্ছে। সেই জন্যেই আজকের বাণীবন্দনায় কত সুন্দর করে যিশু বলছেন: আমি জগতের আলো; যে আমায় করে অনুসরণ, সেই পাবে জীবনের আলো। আর সত্যিই তাই, যিশুকে অনুসরণ করলেই আমরা জীবনের আলো দেখতে পাবো। যিশু আমাদেরকে ডাকেন, আমাদেরকে খোঁজেন, আমাদেরকে জীবনময় আলো দেখাতে চান। সেইজন্যে আমাদের কিছু করতে বলেন, যেমনটি আজকের মঙ্গলসমাচারে শুনতে পেয়েছি সেই জন্মান্ধকে যিশু বলেছেন "যাও তুমি এবার সিলোয়াম-জলকুণ্ডে গিয়ে চোখ-মুখ ধুয়ে ফেল!" যখনই অন্ধ লোকটি অন্তরে গভীর বিশ্বাস নিয়ে যিশুর কথামতো কাজ করেছেন তখনই তার বিশ্বাসের ফল তিনি পেয়েছেন। তিনি চোখে দেখতে পেলেন। আমরা যদি গভীর ধ্যান করি তাহলে বুঝতে পারবো যে তিনি শুধু জন্মান্ধই ছিলেন না, তিনি আধ্যাত্মিক জীবনের দিক থেকেও অন্ধ ছিলেন। তাই প্রথমে তিনি যিশুকে চিনতে পারেননি। পরে যখন সত্যিকার অর্থে যিশুকে চিনতে পারলেন তখন তিনি যিশুকে বললেন; "প্রভু আমি বিশ্বাস করছি" এই বলে তিনি যিশুর পায়ে প্রণত হলেন। পবিত্র মঙ্গলসমাচারে আবার দেখতে পাই এই অন্ধ লোকটি যখনই সুস্থ হয়ে উঠল তখনই তিনি কিন্তু যিশুর কথা প্রচার করেছেন, যিশু তার জীবনে কি অলৌকিক কাজ করেছেন সেটা বলে বেড়িয়েছেন, শাস্ত্রী ও ফরিসিরা তাকে কত কথা বলেছেন কিন্তু তিনি থামেননি। অন্যের কাছে তিনি বলে বেড়িয়েছেন যে যিশু একজন প্রবক্তা। প্রিয়জনেরা, সেই জন্মান্ধ যেভাবে যিশুকে প্রচার করেছেন আমাদেরও দায়িত্ব যিশুকে প্রচার করা। মানুষ অনেক কথা বলবে তবুও যেন আমরা না থামি। অন্তরে শক্তি নিয়ে, সাহস নিয়ে যেন খ্রিস্টের মঙ্গলবাণী প্রচার করতে পারি। আমাদের জীবনে খ্রিস্ট কি কি কাজ করেছেন আসুন তা খুঁজে বের করতে চেষ্টা করি এবং সেই সমস্ত ভালোবাসার জন্য খ্রিস্টের প্রশংসা করি। এই তপস্যাকালে আমরা সত্যিকার অর্থেই যেন নিজেদের জীবনের আধ্যাত্মিক অন্ধত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে খ্রিস্টের সাথে পুনরুত্থিত হতে পারি। পিতা পরমেশ্বর আমাদের প্রত্যেককে সেই আশীর্বাদ ও অনুগ্রহ দান করুন॥

স্বর্গরাজ্যে দাদুর ১০ম মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত বার্ণার্ড অমল রোজারিও
জন্ম: ২৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ২২ মার্চ, ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ

প্রিয় দাদু,

দেখতে দেখতে কি করে যে ১০টি বছর কেটে গেল বুঝতেই পারিনি। দাদু, তুমি যে আমাদের মাঝে নেই এটা এখনও বিশ্বাস করতেই অবাক লাগে। তোমাকে হয়তো খুব বেশিদিন কাছে পাইনি তবে যতটুকু পেয়েছি সেসবের স্মৃতি এখনো ভুলতে পারিনি। জানো দাদু, যখন অন্য নাতি-নাতনিদের তার দাদুর সাথে দেখি তখন তোমাকে খুব মিস্ করি। শুধু আমি না, আমার মা, মামা, মাসিরা ও অন্য ভাই-বোনেরাও তোমাকে খুব মিস্ করে, দিদা তো আরো বেশি মিস্ করে। মা যখন তোমার গল্প করে তখন মনে হয় যদি তুমি এখনো থাকতে তাহলে কতই না ভাল হত। তুমি এমন করে চলে না গেলেও পারতে। গত বছর মা যখন B.S.C. পাশ করে সংবর্ধনা নিতে গেল, সেদিন তোমার কথা বেশি মনে পড়েছিল। ভাবছিলাম যদি তুমি থাকতে তাহলে তুমি কতই না খুশি হতে আর তুমি হয়তো ঐদিনটিতে মায়ের সাথেই থাকতে। তবে তোমাকে আমরা প্রতিটি পদক্ষেপে উপলব্ধি করি, মনে হয় তুমি আমাদের মাঝেই আছ। তোমার আদর, স্নেহ-মমতা, ভালোবাসা, শিক্ষা আমাদের জীবনের অনুপ্রেরণা ও পাথেয় হয়ে আছে। তুমি স্বর্গ থেকে আমাদের আশীর্বাদ কর, যেন তোমার রেখে যাওয়া আদর্শকে সামনে রেখে এগিয়ে যেতে পারি। পিতা ঈশ্বরের নিকট তোমার আত্মার স্বর্গসুখ ও চিরশান্তি কামনা করি ।

তোমার প্রিয়জন
স্ত্রী: অর্চনা রোজারিও এবং ছেলে-মেয়েরা
কল্যাণী, সিস্টার হিমানী RNDM, **লাবণী, হৃদয়, মাধুরী, সিস্টার পূর্ণিতা** RNDM
(তিন মেয়ে-জামাই, পুত্রবধু ও সাত নাতি-দুই নাতনী)

বিজ্ঞ/৮৫/২৩

তপস্যাকাল ২০২৩ উপলক্ষে পোপ মহোদয়ের বাণী তপস্যাকালীন প্রায়শ্চিত্ত ও একসাথে পথচলা

সুপ্রিয় ভাই ও বোনেরা,

মথি, মার্ক ও লুক লিখিত মঙ্গলসমাচারের প্রত্যেকটিতেই যিশুর দিব্য রূপান্তরের ঘটনাটির বর্ণনা আছে। এখানে, প্রভুকে বুঝবার ক্ষেত্রে শিষ্যদের ব্যর্থতার একটি প্রত্যুত্তর আমরা দেখতে পাই। এর একটু আগে একটা ভাল রকম দ্বন্দ্ব ঘটেছিল প্রভু ও শিমন পিতরের মাঝে, যে পিতর মুক্তিদাতা ও ঈশ্বর পুত্র হিসেবে যিশুর প্রতি বিশ্বাসের কথা উচ্চারণ ক'রেও যাতনা-ভোগ ও ক্রুশ সম্পর্কে যিশুর ভবিষ্যদ্বাণীকে অগ্রাহ্য করেছিলেন। যিশু কঠোরভাবে তাঁকে তিরস্কার করেছিলেন, *"আমার সামনে থেকে দূর হও শয়তান! তুমি আমার পথের বাঁধা; কারণ তোমার চিন্তা তো ঈশ্বরের চিন্তা নয়, মানুষেরই চিন্তা (মথি ১৬:২৩)।"* এরই ধারাবাহিকতায় *"ছয়দিন পরে যিশু পিতর, যাকোব ও তাঁর ভাই যোহনকে সঙ্গে নিয়ে একটি উঁচু পাহাড়ে গেলেন (মথি ১৭:১)।"*

প্রতি বছর তপস্যকালের দ্বিতীয় রবিবার দিব্য রূপান্তরের মঙ্গলবাণী ঘোষণা করা হয়। উপাসনাকালের এই বিশেষ সময়ে প্রভু আমাদেরকে তাঁর সঙ্গে আলাদা স্থানে নিয়ে যান। যেখানে আমাদের দৈনন্দিন দায়-দায়িত্ব এবং একই রকম ও বিরক্তিকর রুটিন আমাদেরকে আমাদের নিজেদের গণ্ডিতে আবদ্ধ ক'রে রাখে, সেখানে তপস্যাকালে আমাদেরকে আমন্ত্রণ জানানো হয় যিশুর সঙ্গে "একটি উঁচু পাহাড়ে" আরোহণ করতে আর একটি বিশেষ আধ্যাত্মিক জীবন-ধারার অনন্য অভিজ্ঞতা লাভ করতে। ঈশ্বরের পবিত্র জনমণ্ডলী হিসেবে এর জন্য প্রয়োজন কঠোর কৃচ্ছ্রতা সাধন।

ঈশ্বরের অনুগ্রহের আনুকূল্যে তপস্যাকালীন প্রায়শ্চিত্ত হলো একটি প্রতিজ্ঞা-আমাদের বিশ্বাসের স্বল্পতা এবং ক্রুশের পথ ধ'রে যিশুকে অনুসরণের বাঁধা অতিক্রমের প্রতিজ্ঞা। ঠিক এই কাজটিই পিতর এবং অন্য শিষ্যদের করার প্রয়োজন ছিল। প্রভুর বিষয়ে আমাদের জ্ঞানকে আরও গভীর করার জন্য, ভালোবসায় অনুপ্রাণিত ও পূর্ণ আত্মোৎসর্গে সাধিত তাঁর মুক্তির রহস্যকে সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি ও আলিঙ্গন করার জন্য আমাদের নিজেদেরকে অবশ্যই তাঁর দ্বারা আলাদা হ'তে হবে; তাঁরই সাহায্যে সুবিধাবাদীতা ও অসার আত্মগর্ব থেকে নিজেদের ছিন্ন করতে হবে। পর্বত ভ্রমণের মতো আমাদেরকে চড়াই-উৎরাই-এর পথ ধ'রে বেরিয়ে পড়তে হবে; আর এতে প্রয়োজন হয় প্রচেষ্টা, আত্মত্যাগ এবং একাগ্রতা। এই প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো সহযাত্রিক জীবনের জন্যও দরকার। মণ্ডলী হিসেবে আমরা এ সবের বাস্তবায়নের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তপস্যকালীন প্রায়শ্চিত্ত ও একসাথে পল চলার অভিজ্ঞতার মাঝে সম্পর্কের বিষয়ে অনুধ্যান ক'রে আমরা ভীষণভাবে লাভবান হ'তে পারি।

তাবর পর্বতের উপর "নির্জনে" যিশু তাঁর সঙ্গে তিনজন শিষ্যকে নিয়ে যান, যাঁরা সেই অনন্য ঘটনার সাক্ষী হবার জন্য বাছাইকৃত ছিলেন। একাকী-অলক্ষ্যে নয়, অনুগ্রহের সেই অভিজ্ঞতা তিনি সহভাগিতা করতে চেয়েছেন; আসলে এমনভাবে আমাদের গোটা জীবনের বিশ্বাসও একটি অভিজ্ঞতা, যা আমরা সহভাগিতা ক'রে থাকি। প্রকৃতপক্ষে, এই মিলনাবদ্ধতায়ই আমরা যিশুকে অনুসরণ করি। এ সময়ের তীর্থযাত্রী মণ্ডলীর এই মিলনাবদ্ধতায় আমরা উপাসনা বর্ষকে এবং এর অন্তর্গত তপস্যাকালকে অভিজ্ঞতা করি; এ অভিজ্ঞতা আমরা করি তাঁদেরই পাশাপাশি হেঁটে, যাঁদেরকে প্রভু আমাদের মধ্যে পাঠিয়েছেন আমাদেরই সহযাত্রী হিসেবে। তাবর পর্বতে যিশু ও তাঁর শিষ্যদের আরোহণের মতো আমরা বলতে পারি, আমাদের তপস্যাকালীন যাত্রা হচ্ছে "একসাথে পথ চলা", কেননা আমাদের এই যাত্রা একই সাথে, একই পথে, একই প্রভুর শিষ্যমণ্ডলী হিসেবে। কারণ আমরা জানি, যিশু নিজেই হচ্ছেন সেই পথ। সেই কারণেই উপাসনিক যাত্রা এবং "একসাথে পথচলা'র যাত্রায় মণ্ডলী পরিত্রাতা খ্রিস্টের রহস্যের আরও গভীরে ও পূর্ণভাবে প্রবেশ করা ছাড়া আর কিছু করেন না।

আর এই ভাবেই আমরা সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছাই। মঙ্গলসমাচার এই প্রসঙ্গে বলে যে যিশু *"তাঁদের সামনে রূপান্তরিত হলেন; তাঁর চেহারা সূর্যের মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠল, আর তাঁর পোষাক হয়ে উঠল আলোর ন্যায় ধব্‌ধবে সাদা (মথি ১৭:২)।"* এটাই হচ্ছে "সর্বোচ্চ শিখর", যাত্রার গন্তব্য। পর্বতে আরোহণের শেষে শিষ্যগণ যখন সেখানে যিশুর সাথে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তখন তিনজন শিষ্যকে যিশুর মহিমা প্রত্যক্ষ করার কৃপা দেওয়া হয়েছিল, যে মহিমা-দীপ্তি প্রকাশ পেয়েছিল দ্যুতিময় অপার্থিব এক আলোকে। এই আলোক বাইরে থেকে আসেনি, বরং প্রভুর নিজের ভেতর থেকেই বিচ্ছুরিত হয়েছিল। তাবর পর্বতে আরোহণের জন্য শিষ্যদের সমস্ত প্রচেষ্টার চেয়ে এই দিব্য দর্শনের ঐশ্বরিক নান্দনিকতা অতুলনীয়ভাবে মহান। যে কোন কঠিন পর্বতারোহণের সময় অবশ্যই আমাদের দৃষ্টিকে পথের দিকেই নিবদ্ধ করতে হয়; কিন্তু আরোহণ শেষে যখন দিগন্ত-বিস্তৃত দৃশ্য আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠে, তখন সেটি আমাদের চমৎকৃত করে; এর মহিমাই আমাদের কষ্টের পুরস্কার বয়ে আনে। তেমনি ভাবে, একসাথে পথচলার

প্রক্রিয়া প্রায়শঃই কষ্টসাধ্য মনে হয়, কখনও কখনও আমরা নিরুৎসাহিতও হ'তে পারি। কিন্তু বেলাশেষে আমাদের জন্য যা থেকে যায়, তা সন্দেহাতীতভাবে চমৎকার ও বিস্ময়কর। এটিই ঐশরাজ্যের সেবাকাজে ঈশ্বরের ইচ্ছা এবং আমাদের কাজকে আরও ভালোভাবে বুঝতে আমাদেরকে সাহায্য করে।

তাবর পর্বতে শিষ্যদের অভিজ্ঞতা আরও সমৃদ্ধ হয়েছিল যিশুর দিব্য রূপান্তরের পাশাপাশি মোশী ও এলিয়ের আবির্ভাবের ফলে। এটি মোশীর বিধান ও প্রবক্তাদের গ্রন্থের (যিশু সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী) গুরুত্বকে প্রকাশ করেছে *(মথি ১৭:৩)*। একই সাথে প্রকাশিত হয়েছে খ্রিস্টের নতুনত্ব আর প্রাক্তন সন্ধি ও প্রতিশ্রুতির পূর্ণতা। একইভাবে, একসাথে পথচলা মণ্ডলীর ঐতিহ্যের গভীরে প্রোথিত; আবার একই সাথে তা নতুনত্বের প্রতি উন্মুক্ত। ঐতিহ্য হচ্ছে নতুন পথের সন্ধানে অনুপ্রেরণার উৎস; এটি আবার অচলতা এবং অচিন্তাশীল পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিরুদ্ধবাদী প্রলোভনকে পরিহার করতেও অনুপ্রেরণা দেয়।

তপস্যার প্রায়শ্চিত্তের যাত্রা এবং একসাথে পথ চলার একই ধরনের লক্ষ্য আছে; আর তা হচ্ছে ব্যক্তিগত এবং মণ্ডলীগত রূপান্তর। এটি এমন একটি পরিবর্তন, যেটি উভয় ক্ষেত্রে যিশুর দিব্য রূপান্তরই একটি আদর্শ; আর এটি লাভ করা যায় তাঁর পরিত্রাণ রহস্যের অনুগ্রহের মাধ্যমে। আমাদের জীবনে এই পরিবর্তন এ বছর যেন বাস্তব হয়ে উঠে, সেই উদ্দেশে আমি দু'টি "পথ" অনুসরণের প্রস্তাব করতে চাই, যাতে আমরা একত্রে যিশুর সাথে পর্বতে আরোহণ করতে পারি এবং তাঁরই সাথে যেন আমরা লক্ষ্য অর্জন করতে পারি।

প্রথম পথটি পিতা ঈশ্বরের নির্দেশের সাথে সম্পর্কিত। এই নির্দেশ তিনি শিষ্যদের দিয়েছিলেন যখন তাঁরা তাবর পর্বতে যিশুর দিব্য রূপান্তরে ধ্যান-মোহিত ছিলেন। মেঘ থেকে একটি কণ্ঠস্বর বলে উঠল, *"তোমরা তাঁর কথা শোন (মথি ১৭:৫)।"* তাই প্রথম প্রস্তাবটি খুবই স্পষ্ট: যিশুকে আমাদের শুনতে হবে। তপস্যাকাল হচ্ছে সেই অনুগ্রহের সময়, যখন তিনি আমাদের কাছে কথা বলেন, আর আমরা তাঁর কথা শুনি। কিন্তু তিনি কিভাবে আমাদের সাথে কথা বলেন? প্রথমত: ঈশ্বরের বাণীর মধ্যদিয়ে, যা মণ্ডলী আমাদের কাছে ঘোষণা করেন উপাসনার সময়ে। সে বাণী যেন বধিরের কানে ধ্বনিত না হয়। যদি আমরা প্রতিদিন খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করতে না পারি, আমরা কিন্তু খ্রিস্টযাগে ব্যবহৃত প্রতিদিনের বাইবেলের অনুচ্ছেদগুলো পাঠ করতে পারি- এমন কি তা করতে পারি ইন্টারনেট-এর সাহায্য নিয়ে। পবিত্র শাস্ত্রের সাথে আর যে বিষয়টি যুক্ত হয়, তা হলো: প্রভু আমাদের কাছে কথা বলেন আমাদের ভাই-বোনদের মধ্যদিয়ে; বিশেষ ভাবে তিনি কথা বলেন সেই সকল মানুষের উপস্থিতি ও জীবন-বাস্তবতায়, যারা দরিদ্র। এ ছাড়াও আমি আরও কিছু বলতে চাই, যা একসাথে পথচলার প্রক্রিয়ার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ: মণ্ডলীতে প্রায়শঃই আমাদের ভাই-বোনদের কথা শুনবার মধ্যদিয়েই আমরা খ্রিস্টের কথা শুনি। এভাবে পরস্পরের একসাথে পথচলা হচ্ছে মণ্ডলীর একটি পদ্ধতি এবং তা মাণ্ডলিক রীতির অপরিত্যাজ্য অংশ হিসেবেই চ'লে আসছে।

পিতার কণ্ঠস্বর শুনে শিষ্যগণ *"উপুড় হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন এবং তাঁরা ভীষণ ভয় পেলেন। কিন্তু যিশু তাঁদের কাছে আসলেন এবং তাঁদেরকে স্পর্শ ক'রে বললেন: 'উঠ, ভয় পেও না'। শিষ্যগণ যখন চোখ তুলে তাকালেন, তাঁরা তখন যিশুকে ছাড়া আর কাউকেই দেখতে পেলেন না (মথি ১৭:৬৭-৮)।"* আর এখানেই আছে এবারের তপস্যাকালের জন্য দ্বিতীয় প্রস্তাবনা: প্রতিদিনের জীবন-বাস্তবতা এবং সংগ্রাম, কষ্ট ও দ্বন্দ্বের মখোমুখি হওয়ার ভয়ে ধর্মীয়ভাবে আয়োজিত বিশেষ কোন অনুষ্ঠান আর নাটকীয় অভিজ্ঞতার পিছনে তোমরা লুকাবে না।

যে আলো যিশু তাঁর শিষ্যদের দেখান, তা হচ্ছে তাঁর পুনরুত্থান-গৌরবের পূর্বচ্ছবি। এটি হ'তে হবে আমাদের নিজেদের পথ-যাত্রার লক্ষ্য- "তাঁকেই কেবল" অনুসরণ করা। তপস্যাকাল আমাদেরকে পুনরুত্থানের দিকে ধাবিত করে: এই "অধ্যাত্ন-সাধনা" এখানেই শেষ হয়ে যায় না, এটি বরং বিশ্বাস, আশা ও ভালবাসা নিয়ে প্রভুর যাতনা-ভোগ এবং ক্রুশকে অভিজ্ঞতা করার প্রস্তুতির একটি উপায় আমাদের জন্য। এ ভাবেই আমরা পৌঁছাই পুনরুত্থানে। ঈশ্বর যখন একসাথে পথ চলার প্রক্রিয়ায় আমাদেরকে মিলনের শক্তিশালী অভিজ্ঞতার মধ্যদিয়ে চালিত করেন, তখন আমাদের মনে করা উচিৎ নয় যে আমরা লক্ষ্যে পৌঁছে গেছি। কারণ সেখানেও প্রভু আমাদেরকে পুনরায় বলেন: "উঠ, ভয় পেও না"। তাই এসো, আমরা এখন পাহাড় থেকে নীচে সমতলে যাই এবং যে অনুগ্রহের অভিজ্ঞতা আমরা লাভ করেছি, তা যেন আমাদের সমাজে দৈনন্দিন জীবনে আমাদেরকে "একসাথে পথচলা প্রক্রিয়ার কারিগড়" হ'তে শক্তি দান করে।

সুপ্রিয় ভাই ও বোনেরা, পবিত্র আত্মা এই তপস্যাকালে যিশুর সাথে পর্বতারোহণে আমাদেরকে অনুপ্রাণিত ও সমর্থ করুন, যেন আমরা তাঁর ঐশরিক দীপ্তি অভিজ্ঞতা করতে পারি, যেন এই ভাবে আমরা বিশ্বাসে দৃঢ় এবং তাঁর সাথে সহযাত্রায় অবিশ্রান্ত থাকতে পারি। তিনি তাঁর জনমণ্ডলীর গৌরব; তিনিই জাতি সমূহের আলোক-বর্তিকা।

পোপ ফ্রান্সিস

রোম, সাধু যোহন লাতেরান

২৫ জানুয়ারি, ২০২৩, সাধু পলের মন পরিবর্তনের পর্ব

ভাষান্তর: ফাদার প্যাট্রিক শিমন গমেজ

কারিতাস প্রেসিডেন্টের শুভেচ্ছা বাণী

শ্রদ্ধেয় এবং প্রিয় ভাই-বোনেরা,

সকলের প্রতি রইলো অনেক প্রীতি ও শুভেচ্ছা! প্রতি বছরের ন্যায় কারিতাস বাংলাদেশ ত্যাগ ও সেবা অভিযানকালে পোপ মহোদয়ের উপবাসকালীন বাণী ও জাতিসংঘের ঘোষিত ২০২৩ খ্রিস্ট বর্ষের মূলবিষয় এবং বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনা করে ত্যাগ ও সেবা-২০২৩ অভিযানের শিক্ষণীয় বিষয় নির্ধারণ করা হয়। পোপ মহোদয় এ বছর তাঁর উপবাসকালীন বাণীর মূলসুর হিসাবে নির্ধারণ করেছেন: ''তপস্যাকালীন প্রায়শ্চিত্ত ও সিনডীয় সহযাত্রা''। পোপ মহোদয়ের দেয়া মূলসুর, জাতিসংঘের ঘোষিত মূলসুর এবং বাংলাদেশের বাস্তবতা নিরিখে কারিতাস বাংলাদেশ ২০২৩ খ্রিস্টাব্দের ত্যাগ ও সেবা অভিযানের মূলসুর হিসাবে বেছে নিয়েছে: "একসাথে পথ চলি, মিলন সমাজ গঠন করি" (Walking Together to Build Communion)।

পোপ মহোদয় এ'বছর উপবাসকালীন বাণীতে বলেছেন, আমরা যেন তপস্যাকালে একসাথে পথ চলি, সকলে মিলে পথ চলি এবং মিলনের জন্য সামনের দিকে এগিয়ে যাই। উপবাস, প্রার্থনা ও গরিবদের সাহায্য করার সাধনায় আমরা ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও মাণ্ডলিক জীবনে সম্মিলিতভাবে একমন ও একপ্রাণ হয়ে পথ চলি। তপস্যাকালীন ত্রিবিধ জীবন সাধনায় পোপ মহোদয় যে বিশেষ নির্দেশ রেখেছেন তা হচ্ছে: যাত্রা পথে, আমাদর চলার পথে মহান সৃষ্টিকর্তা/ঈশ্বরের ইচ্ছা কী, আমরা যেন তা সব সময় শুনি। আমরা যেভাবে আমদের দৈনন্দিন জীবনে শোনার কাজটি করতে পারি; কোন বস্তুর ব্যবহার থেকে বিরত থেকে, কী কী অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আছে যা ত্যাগ করে, কী কু-অভ্যাসগুলো আছে যা বাদ দিয়ে উপবাস করতে পারি এবং সে ব্যাপারে প্রার্থনায় ঈশ্বরের ইচ্ছা জানতে পারি। উপবাস শুধু খাদ্যাহার থেকে বঞ্চিত থাকা নয়, আরও অনেক কিছু থেকে আমরা উপবাস করতে পারি, যেমন: অন্যের নেতিবাচক সমালোচনা থেকে বিরত থেকে, হিংসা থেকে বিরত থেকে, সেলফোনের অতিরিক্ত ব্যবহার থেকে, বেসামাল চিত্তবিনোদন থেকে, অপচয় রোধ করে, ইত্যাদি। পোপ মহোদয় আরও বলেন যে, আমরা আমাদের অভাবী ভাই-বোনদের কাছ থেকেও ঈশ্বরের কথা শুনে থাকি। দরিদ্র ও অভাবী ভাই-বোনদের দিকে তাকিয়ে, ঈশ্বর আমাদের কাছ থেকে কী চান এবং তাদের পাশে দাঁড়াবার জন্য তিনি আমাদের কী বলেন তা শুনতে পারি।

বিশ্বব্যাপী দরিদ্র ও অসহায় মানুষের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। বাংলাদেশসহ অন্যান্য দেশেও অর্থনৈতিক ও অবকাঠামোসহ অনেক বিষয়ে উন্নতি লাভ করছে, পাশাপাশি অধিক মানুষও দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হচ্ছে। দরিদ্ররা তাদের সহায় সম্পদ হারাচ্ছে আর ধনীরা এ সুযোগ নিয়ে সম্পদ কুক্ষিগত করে আরো ধনী হচ্ছে। বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতি, মূল্যস্ফীতি, অর্থনৈতিক মন্দা, জোরপূর্বক দেশ দখল, উদ্বাস্তু, মানব ও প্রাকৃতিক সৃষ্ট দুর্যোগ, আগ্রাসন, জাতিগত দাঙ্গা, ঘুষ, দুর্নীতি, অনৈতিকভাবে অর্থ উপার্জন, অর্থ পাচার, মাদকাসক্তি, বেপরোয়া ও অমানবিক আচরণ, ধর্ষণসহ নারী নির্যাতন, নৈতিকস্খালন ও পাষণ্ডতায় মানুষের ধর্মীয়, সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধ দিন দিন হারিয়ে যাচ্ছে। তাই পোপ মহোদয়ের প্রায়শ্চিত্তকালীন মূলসুর খুবই সময়পোযোগী ও তাৎপর্যপূর্ণ।

আমাদের সকলের প্রিয় কমন বাসস্থান ক্রমে ক্রমেই অস্থির হয়ে উঠছে। বাংলাদেশ ও সারা বিশ্ব বিবিধ প্রতিকূলতার মধ্যদিয়ে দিনাতিপাত করছে, যা আমাদেরকে চিন্তিত ও ভাবিয়ে তুলছে। ঘরে বাইরে, রাস্তা ঘাটে পরিবারে, কর্মস্থলে, সমাজের সকল স্তরে মানুষ নিজেকে অসহায় ও নিরাপত্তাহীনতায় এবং অশান্তিতে দিন কাটাচ্ছে, মানুষ মানুষকে ভালোবাসা ও মর্যাদার পরিবর্তে নানাবিধ অমানবিক কাজে লিপ্ত। সৃষ্টিকর্তা মানুষকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসাবে সৃষ্টি করেছেন, ভালো-মন্দ বুঝার ক্ষমতা দিয়ে এবং সৃষ্টির যত্ন নেয়ার দায়িত্বও দিয়েছেন। কিছু মানুষ লোভের বশবর্তী হয়ে, সৃষ্টির যত্ন, দায়িত্ব কর্তব্য পালন না করে নিজেদের স্বার্থে সম্পদ কুক্ষিগত করে সম্পদের পাহাড় গড়ছে ও অপচয় করছে। সৃষ্টিকর্তার ভালোবাসার আদেশ অমান্য করে, তারা শুধু অর্থনৈতিক লাভ ও মুনাফা অর্জনের জন্য সৃষ্টিকে ধ্বংস করছে। ফলে বৈষম্য দিনদিন বেড়েই চলছে। মানুষ সৃষ্টিকর্তার প্রতি ভয়, ভক্তি, শ্রদ্ধা, সম্মান, ধর্মীয় বিশ্বাস, ন্যায়-নীতিবোধ, পাপবোধ, অপরাধবোধ ভুলে পার্থিব সুখের সন্ধানে বিভোর হয়ে উঠেছে। বৈষয়িক সম্পদ অর্জনে মানুষ হয়েছে অন্ধ, মানুষেরা অন্তর চোখ রেখেছে বন্ধ।

বর্তমান পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে মহামান্য পোপ ফ্রান্সিস তপস্যাকালে আমাদেরকে মন পরিবর্তনের আহ্বান জানান, মন-মানসিকতার পরিবর্তনের আমন্ত্রণ জানান, যেন ভোগে নয় ত্যাগেই আনন্দ এ সত্য উপলব্ধি করতে পারি এবং অন্যের জন্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেই। প্রায়শ্চিত্তকাল হল আত্মশুদ্ধি, আত্মবিশ্লেষণ, আত্মপরীক্ষার, সৃষ্টিকর্তার সান্নিধ্য লাভে দয়া ও সেবা কাজ করার সময়।

উপবাসকাল বা প্রায়শ্চিত্তকাল হলো আত্মশুদ্ধির, স্রষ্টার কাছে যাওয়া ও দান/দয়ার কাজ অনুশীলন করা। আমরা যেন সকলে মিলে মিশে আমাদের বিশ্বাস, আশা ও ভালোবাসার চর্চার মাধ্যমে নতুন মানুষ হয়ে উঠি এবং মিলনের আবাসস্থল গড়ে তুলি। তাই কারিতাসের কর্মীসহ সকলের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাই- আমরা যেন সকলেই স্রষ্টার প্রতি আরো গভীর বিশ্বাস স্থাপন করি, আমাদের ধরণীকে ও মানুষকে তার মর্যাদা দিয়ে ভালোবাসি এবং সকলে মিলে একটি সুন্দর মিলন সমাজ গড়তে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে পারি।

বিশপ জেমস রমেন বৈরাগী
প্রেসিডেন্ট, কারিতাস বাংলাদেশ
বিশপ, খুলনা ধর্মপ্রদেশ

কারিতাস বাংলাদেশ-এর নির্বাহী পরিচালকের বাণী

মানুষ সামাজিক জীব। একসাথে বা দলবদ্ধভাবে বসবাস করা মানুষের জন্মগত স্বভাব। সকল ধর্মগুলোর মূল শিক্ষা হলো: একে অপরকে বা প্রতিবেশিকে ভালোবাসা, দয়া, দান ও সেবা করা। ''আমার তুচ্ছতম ভাইদের একজনেরও জন্য তোমরা যা কিছু করেছ তা আমার জন্যই করেছে *(মথি ২৫:৪০)*।" পবিত্র বাইবেলে যিশুর এই অমূল্য বাণীই ছিল শান্তিতে নোবেল বিজয়ী মহিয়সী নারী মাদার তেরেজার জীবনে ভালোবাসা, দয়া ও সেবা কর্মের প্রেরণার উৎস। তিনি বলতেন, ''কতটুকু কাজ করলাম সেটা বড় বিষয় নয়, কতটুকু ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার সাথে তা করতে পেরেছি সেটাই বড় বিষয়''। ভালোবাসা দিয়ে সহজে মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ করা যায়। ভালোবাসা, দয়া ও সেবা কর্ম দিয়ে আমরা মিলন সমাজ গঠন করতে পারি। কারিতাসের ত্যাগ ও সেবা অভিযান- ২০২৩ বর্ষের মূলসুর, ''একসাথে পথ চলি, মিলন সমাজ গঠন করি'' (Walking Together to Build Communion)। এই মূলপ্রতিপাদ্যের আলোকে একসাথে পথ চলতে গিয়ে কাউকে পিছনে ফেলে, কাউকে এড়িয়ে বা বাদ দিয়ে নয়, সকলকে সাথে নিয়ে মিলন সমাজ গঠনের আহ্বান জানায়। এক সাথে চলা মানে ঐক্য, একতা, ভ্রাতৃপ্রেম, প্রতিযোগিতা নয়, সবাইকে সাথে নিয়ে মিলে-মিশে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করা। কারিতাস একটি ল্যাটিন শব্দ যার অর্থ সর্বজনীন ''ভালোবাসা'', দয়া ও সেবার কাজ। মৃত্যুর পরে শেষ বিচারের দিনে সৃষ্টিকর্তা আমাদের পাপ-পুণ্যের বিচার করবেন ভালোবাসা, দান, দয়া ও সেবা কর্মের মানদণ্ডে। প্রতিবেশিকে নিজের মত ভালোবাসা, তাদের দয়া ও সেবা করা সব ধর্মের ধর্মীয় বিধান। আমরা নিঃস্বার্থ সেবা কর্ম দিয়ে স্বর্গরাজ্যের জন্য পুণ্য সঞ্চয় করতে পারি। তাই আসুন আমরা ভালোবাসা, দয়া ও সেবার মনোভাব নিয়ে একসাথে সামনের দিকে চলি এবং মিলন সমাজ গঠনে ব্রতী হই।

বাংলাদেশের উন্নয়ন আজ সারা বিশ্বে প্রশংসিত। এ উন্নয়নে সরকারের সহযোগী হিসাবে কাজ করছে বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা, দাতাগোষ্ঠি ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। তবে জনগণই এ উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি। বছরের পর বছর ধরে প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগ মোকাবেলা করে এ দেশের মানুষের ঘুরে দাঁড়ানোর অদম্য মনোবলই অগ্রগতির ফল। কৃষি, শিল্প, অবকাঠামো প্রধান খাতগুলোতে ধারাবাহিক উন্নতির কারণে দেশের দারিদ্র্য হ্রাসে গতি এসেছে। দারিদ্র্য বিমোচনে বাংলাদেশের অভূতপূর্ব সাফল্য সত্ত্বেও দারিদ্র্যের পরিমাণ হ্রাস পেলেও বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদন অনুযায়ী অতিদরিদ্র্য লোকের সংখ্যার দিক দিয়ে বিশ্বের শীর্ষ ১০টি দেশের একটি দেশ হলো বাংলাদেশে। অতি দরিদ্র্যের হার ১২.১% অর্থ্যাৎ প্রায় ২ কোটি মানুষ এখনো অতিদরিদ্র। শহর ও গ্রামের মধ্যে আয়ের বৈষম্য প্রকট। সম্প্রতি বেসরকারী গবেষণা সংস্থা পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টারের (পিপিআরসি) এক গবেষণায় দেখা গেছে, রাজধানীতে থাকা একটি পরিবার গ্রামের একটি পরিবারের চেয়ে তিনগুণের বেশী আয় করে। এমনকি দেশের অন্য শহরের চেয়ে দ্বিগুণের বেশী আয় করে রাজধানীর একটি পরিবার। আবার রাজধানীর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সাথে বস্তিবাসীদের আয়েরও বিশাল পার্থক্য রয়েছে। পরস্পরকে সহায়তা, দরিদ্রদের সেবার মাধ্যমে তাদের আয় বৃদ্ধি করে এ বৈষম্য দূর করা সম্ভব।

কারিতাস বাংলাদেশ-এর পঞ্চবার্ষিক (২০১৯-২০২৪) কৌশলগত পরিকল্পনার আলোকে ছয়টি উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে চলমান ৯৪টি (তিনটি ট্রাস্ট সহ) বিভিন্নমুখী প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন, বিশেষভাবে বিভিন্ন ধরনের আয়বৃদ্ধিমূলক প্রকল্প, খাদ্য নিরাপত্তা, প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা কার্যক্রমে ছেলে-মেয়েদের মধ্যে সমতা আনয়ন, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, জীবনমুখী প্রজনন স্বাস্থ্য এবং প্রাকৃতিক পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম, বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা, নেশাগ্রস্তদের চিকিৎসা পরবর্তী পুনর্বাসন ইত্যাদি কাজে অবদান রেখে যাচ্ছে। কারিতাস বাংলাদেশ দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস, পরিবেশের স্থায়িত্বশীলতা, স্যানিটেশন, পুষ্টি এবং নারী-পুরুষের সমতা এবং ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়নেও অবদান রেখে চলেছে। উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্যে কারিতাস বাংলাদেশ ৯৪টি (৩টি ট্রাস্টসহ) বহুমুখী এবং বিভিন্নমুখী প্রকল্প পরিচালনা করছে, যেখানে বিগত এক বছরে অর্থ ব্যয় করা হয়েছে ৩,১২৮.০০ মিলিয়ন টাকা এবং কর্মসূচির অংশগ্রহকারীদের সংখ্যা ছিল ৮৮৯,৬৪৯ জন, যার মধ্যে পুরুষ ৩৩৮,৭০৪ জন, নারী ৪০৭,৪২০ জন এবং শিশু ১৪৩,৫২৫ জন। এর মধ্যদিয়ে কারিতাস বাংলাদেশ সরকারের রূপকল্প ২০৪১, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, জাতিসংঘের স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে অবদান রাখছে।

গত ১২ নভেম্বর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দে কারিতাস বাংলাদেশের সুবর্ণ জয়ন্তী পালন করা হয়েছে। ৫০টি বছর একটি প্রতিষ্ঠানের জন্য অনেক বড় পাওয়া। ৫০ বছর অর্থ হল: পূর্ণতার দিকে যাওয়া। কারিতাস বাংলাদেশ ৫০টি বছর ধরে এদেশে মানব কল্যাণে অনেক ভালোবাসাপূর্ণ সেবার মাধ্যমে এক সাথে পথ চলছে এবং মানব উন্নয়নে ও সমাজ গঠনে ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে। তাই বলে কি আমরা থেমে থাকব? আমরা আমাদের সেবা ও ভালোবাসার কাজগুলো সবার সাথে করেই যাবো, আমাদের কোন ক্লান্তি থাকবে না। বিগত ৫০ বছর ভালো কাজ করার ফলে বাংলাদেশে কারিতাস অনেক মানুষের জীবন বাঁচিয়েছে, অনেক মানুষের জীবনে পরিবর্তন এনেছে। তার ফল আমরা অবশ্যই পাচ্ছি এবং আগামীতেও পাব বলে আশা করি।

কারিতাস বাংলাদেশ যে সকল প্রকল্প বাস্তবায়ন করে, তার মধ্যে "ত্যাগ ও সেবা অভিযান" অন্যতম। এটি শুধু একটি প্রকল্প নয়, এটি হলো মানুষের সাথে ভালোবাসাময় পথ চলা। বিগত ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দ থেকে কারিতাস বাংলাদেশ জাতি, ধর্ম, বর্ণ সকল স্তরের মানুষের সঙ্গে এ অভিযান চালিয়ে এসেছে। এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে:

১) ত্যাগ ও সেবা কাজ সম্পর্কে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে প্রত্যেককে সচেতন করা; এবং তা থেকে দরিদ্রদের সাহায্য করা।

২) সেবা কাজে প্রত্যেককে অংশগ্রহণে অনুপ্রাণিত করে তহবিল সংগ্রহ করা।

ত্যাগ ও সেবা অভিযানের এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য প্রতিবছর একটি শিক্ষা বিষয় বা মূলসুর গ্রহণ করা হয়। পুণ্যপিতা পোপ মহোদয়ের উপবাসকালীন বাণী এবং দেশের বাস্তব পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে' ২০২৩ খ্রিস্টাব্দের মূলসুর হিসেবে "একসাথে পথ চলি, মিলন সমাজ গঠন করি" বেছে নেয়া হয়েছে।

আসুন ত্যাগ ও সেবা অভিযান-২০২৩ সময়কালে আমরা পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস মহোদয়ের আহ্বানে, আমাদের হাতে যে সম্পদ, সময় ও সুযোগ রয়েছে তা অন্যের মঙ্গল ও কল্যাণে ব্যবহার করি , নিজে রূপান্তর হই এবং একটি সুখী ও ন্যায্য সমাজ এবং সুন্দর শান্তিময় পৃথিবী গড়তে সকলে মিলে মিশে এগিয়ে যাই এবং আরও বেশী বেশী সেবা কাজে নিজেকে সক্রিয় রাখি।

যারা ত্যাগ ও সেবা অভিযান বাস্তবায়নে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত থেকে এ কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সহায়তা ও সহযোগিতা করেছেন, তাদের সবাইকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই।

সেবাষ্টিয়ান রোজারিও
নির্বাহী পরিচালক, কারিতাস বাংলাদেশ

ত্যাগ ও সেবা কী এবং কেন

চয়ন হিউবার্ট রিবেরু

আমরা জানি - মানুষ মানুষের জন্য। মানুষ সামাজিক জীব। মানুষ একজনের বিপদে, সুখে-দুঃখে পরস্পরকে সহযোগিতা ও সহভাগিতা করে। মানবিক মূল্যবোধ ও মনুষ্যত্ব মানুষের প্রধান বৈশিষ্ট্য। সমাজ হলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিবারের সমষ্টি। আমরা যদি একটি পিলার তৈরি করতে চাই তবে আমাদের প্রয়োজন রড, সিমেন্ট, বালু, ইট ও পানি। উল্লিখিত উপাদান ছাড়া একটি ভালো বা মজবুত পিলার তৈরি করা যায়না। তাই প্রতিটি উপাদানের গুরুত্ব অপরিসীম। পিলার তৈরিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তেমনি সমাজ গঠন একা হয় না। সমাজ গঠনে প্রয়োজন মানুষ এবং মানুষের ভালোবাসা ও সহমর্মিতা, মমতা, সেবা, দান, যা পরিবার ও সমাজকে একতা ও মিলনাবদ্ধ হয়ে চলতে সহায়তা করতে সাহায্য করে। এগুলি মিলন সমাজ গঠনের প্রধান উপাদান। মানুষ একা একা বা বিচ্ছিন্নভাবে বাস করতে পারেনা। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব।

একটি সমাজ মানবিক মূল্যবোধ ও মনুষ্যত্ব বিকাশে সর্বাত্মক ভূমিকা পালন করে থাকে। সমাজের মানুষের চালচলন, রীতিনীত, স্বচ্ছতা, নিয়মানুবর্তীতা, ঐক্য, দায়বদ্ধতা ও দেশপ্রেম শিশু-কিশোর সবার মধ্যে আদর্শগত শিক্ষাদানের মাধ্যমে মানবিক মূল্যবোধ ও মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটাতে পারে। কয়েকটি পরিবার নিয়ে একটি সমাজ গঠিত হয়, তাই পরিবার আদর্শ ও মানবিক হলে সমাজ আদর্শ ও মানবিক হবে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, ধর্মীয় অনুশাসন মানবিক মূল্যবোধ তৈরিতে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করে থাকে। মানুষ যখন সচেতন হয়, তখন তার মধ্যে ইতিবাচক চিন্তার বিকাশ ঘটে। আর ইতিবাচক মানসিকতা তৈরি হলে মানুষ তখন অন্যের কথা ভাবে এবং সকলকে নিয়ে সামনের দিকে এগোতে চায়, আর যখন সকলকে নিয়ে সমাজ বদ্ধ মানুষ চলে তখনই মিলনের আবহ তৈরি হয়।

পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের আবহাওয়া ও প্রাকৃতিক পরিবেশের কারণে ও সময়ের আবর্তে ও বিবর্তনের ফলে মানুষ ভিন্ন ভিন্ন ভাষা, বর্ণ, গোত্রে বিভক্ত হয়ে পড়েছে, কিন্তু একই আদি পিতা-মাতার উত্তরসূরি হিসাবে বিশ্বমানব একে অপরের ভাই-বোন। মানুষ হিসাবে আরেক মানুষের সুখে-দুঃখে সম-অংশীদার হওয়া এবং তার প্রতি সাধ্যানুসারে সহানুভূতিশীল হওয়া প্রতিটি ধর্মেই উল্লেখ আছে। মহান সৃষ্টিকর্তার প্রতি আনুগত্য, তাঁর আদেশ পালন ও বিশ্বাসের চর্চা করা, সৃষ্টির শ্রেষ্ঠজীব হিসাবে আমাদের প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য। কিন্তু তিনি অদৃশ্যমান। তাই দৃশ্যমান পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, এতিম, প্রতিবেশিসহ সকল গরিব-দুঃখী মানুষের সাথে সদ্ব্যবহার করা, তাদের সেবা করা ও তাদের দুঃখ-কষ্ট নিরাময় করার মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরকে লাভ করতে পারি ও একটি সুন্দর প্রত্যাশিত মিলন সমাজ গঠন করতে পারি।

আমরা শুধুই প্রতিনিয়ত পেতে চাই, এ পাওয়ার ইচ্ছাই আমাদের দিন দিন স্বার্থপর করে তুলছে। আর ব্যক্তি স্বার্থপরতা আমাদের আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে। তাই আমরা লক্ষ্য করছি যে, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মানুষ স্বার্থপরতায় লিপ্ত হয়ে বহু অকল্যাণকর ও মানবতা বিরোধী নানাবিধ কর্মতৎপরতায় সক্রিয় রয়েছে। গোষ্ঠিতে গোষ্ঠিতে, জাতিতে জাতিতে, রাষ্ট্রে-রাষ্ট্রে আজ স্বার্থের প্রতিযোগিতা চলছে। মানুষ মানুষের জন্য সহযোগিতার হাত না বাড়িয়ে বরং প্রতিযোগিতা ও অসহনশীলতায় মেতে উঠেছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে মানব জাতির ধ্বংস অনিবার্য। তাই প্রাণের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে এবং এগুলোর প্রতিকারের জন্য আমাদের প্রত্যেকের ভালোবাসা ও সেবার মনোভাব নিয়ে একে অপরকে সহায়তা করা অতীব জরুরী। এ পরিস্থিতিতে ত্যাগ ও সেবা অভিযান ২০২৩ খ্রিস্টাব্দের এ বছরের মূলসুর: **"একসাথে পথ চলি মিলন সমাজ গঠন করি"** বিষয়টি অত্যন্ত সময়োপযোগী।

ডিজিটাল যুগে মানুষের চাহিদা, প্রয়োজন ও ধরন পূর্বের তুলনায় অনেক পরিবর্তন হয়েছে । মানুষের সব প্রয়োজন মেটানোর জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রকৃতির উপর শুরু হয়েছে ধ্বংস যজ্ঞ। উদ্ভিদ ও জীবজগৎ ধ্বংস করার ফলে এ পৃথিবীর পার্থিব পরিবেশ ক্রমশ বিপন্ন হয়ে পড়ছে। এর ফলে ঝড়, ঘূর্ণিঝড়, নিম্নচাপ, সাইক্লোন, জলোচ্ছ্বাস, খরা, তাপ প্রবাহ, অনাবৃষ্টি, অসময়ে বৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি, বন্যা, নদী ভাঙন, ভূমিধ্বস, লবণাক্ততা, শৈত্যপ্রবাহ ও ঘন কুয়াশার সৃষ্টি হচ্ছে। অনাকাঙ্খিত ও নতুন নতুন রোগ ও দুর্যোগের কবলে মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে, ধ্বংস হচ্ছে দেশ ও জনপদ। আমাদের অস্তিত্বের জন্যই আমাদের জীবনধারায় পরিবর্তন আনতে হবে, প্রযুক্তির যুগে পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে, পরিবেশ সম্পর্কে মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। এই পৃথিবীকে রক্ষা করতে হলে এবং প্রজন্মের পর প্রজন্ম টিকিয়ে রাখতে হলে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসাবে সকলকে নিয়ে আমাদেরই উদ্যোগ নিতে হবে।

এবারের ত্যাগ ও সেবা অভিযান ২০২৩-এর মূলসুর **'একসাথে পথ চলি, মিলন সমাজ গঠন করি'- এর** আলোকে বর্তমান বাস্তবতাকে যদি বিবেচনা করি তাহলে দেখতে পাই ভোগবাদ, বস্তুবাদ ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের সংস্কৃতি চর্চা করতে করতে মানুষ অনেক বেশি স্বার্থপর এবং কঠিন মনোভাবাপন্ন হয়ে উঠছে; মানুষ মানুষের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে এবং স্রষ্টার কাছ থেকে অনেক দূরে সরে যাচ্ছে, ফলে এক সাথে মিলে মিশে চলার জায়গাটি ক্ষীণ হয়ে আসছে। বিভিন্ন দেশে যুদ্ধ বিগ্রহ এবং সাম্প্রদায়িক মনোভাবের কারণে জন্ম না নেওয়া মানব শিশু থেকে শুরু করে প্রবীণ পর্যন্ত নানাভাবে আক্রান্ত এবং সহিংসতার শিকার। পৃথিবীর নানা প্রান্তে শরণার্থী মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। বিশেষ করে নারী ও শিশুরা অমানবিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। একইভাবে পরিবেশগত দুর্যোগ, বিশ্বের সম্পদের অসম বন্টন, মানব পাচার, ধনী-দরিদ্রের বৈষম্যে পৃথিবী সংকটাপন্ন হয়ে উঠেছে। ফলে অভিবাসী, শরণার্থী, দরিদ্র ও হত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বাড়ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, বাংলাদেশে প্রবৃদ্ধি যেমন বেড়েছে তেমনি বেড়েছে আয় বৈষম্য। অন্যদিকে দারিদ্র হ্রাসের গতিও কমেছে। বিআইডিএসের গবেষণায় দেখা যায়, ২ কোটি ১০ লাখ মানুষের প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর খাবার কেনার সামর্থ্য নেই। আর সুষম খাবার কেনার সামর্থ্য নেই দেশের অর্ধেকের বেশি মানুষের। ঢাকা শহরে ৩.৫ শতাংশ মানুষ এখনো তিনবেলা খেতে পায় না। দেশের অন্য জেলার তুলনায় ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে বৈষম্য ঢাকায় সবচেয়ে বেশি। শতকরা ১০ ভাগ ধনী মানুষের আয় পুরো শহরের অধিবাসীদের মোট আয়ের শতকরা ৪৪ ভাগ। তাছাড়া শতকরা ৭১ শতাংশ মানুষ বিষন্নতা, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, কষ্ট আর অস্বস্তি নিয়ে বেঁচে আছেন।

মানুষের স্বার্থপর মনোভাবের কারণে প্রকৃতিও বিরূপ হয়ে উঠছে এবং আমাদের বসতবাটি ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ১১ হাজারের বেশি প্রখ্যাত গবেষক একসঙ্গে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে 'বিশ্ব ভয়াবহ বিপর্যয়ের' মুখে রয়েছে বলে সতর্কতা জারি করেছেন। পরিবেশ প্রশ্নে মানুষ যেভাবে চলছে, সেই পথের পরিবর্তন না করলে মানুষকে ভয়াবহ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হবে। বিশ্বজুড়ে কার্বন নিঃসরণের পরিমাণ বেড়ে গেছে। এই নিঃসরণ ব্যাপক হারে না কমালে ২০৫০ খ্রিস্টাব্দে মধ্যে অন্তত কিছু অংশ একেবার তলিয়ে যাবে যেখানে ৩০ কোটি মানুষ বাস করছে। এখনই যদি জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর দিকসমূহ রোধ করা না যায় তাহলে মানবসভ্যতা প্রচণ্ড হুমকির মধ্যে পড়বে এবং ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানো যাবে না। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন এই ক্ষেত্রে বিলাসবহুল জীবন-যাপনের জন্য অত্যাধিক ব্যয় করার বিষয়টির সঙ্গে জলবায়ু সংকটের ঘনিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে।

আমরা অদৃশ্যমান সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস করি কিন্তু তাঁর সৃষ্টিকে আমরা দেখতে পাই এবং এ সৃষ্টির কল্যাণ সাধন করা ও ভূমিকা পালন কিংবা অবদান রাখাই হচ্ছে দয়ার ধর্ম। অর্থাৎ মানুষের সেবা, প্রেম, এবং উপকারই দয়া। দয়া বলতে শুধুমাত্র দরিদ্র, অন্ধ, অনাথ, ভিক্ষুককে কিছু সাহায্য দান করা বোঝায় না, নিঃস্বার্থভাবে মানুষকে সাহায্য করাকেই বোঝায়। সকলের সঙ্গে মিলে মিশে জীবনধারণ এবং সুখে-দুঃখে একে অন্যের পাশে দাঁড়ানোর মধ্যেই জীবনের সার্থকতা নিহিত।

মাদার তেরেজা তার মানব সেবা ও দরিদ্রদের ভালোবাসার মাধ্যমে পৃথিবীতে এক অনন্য দৃষ্টান্ত দেখিয়ে গেছেন। তিনি বলেন, ভালোবাসা কথাগুলি হয়তো খুব সংক্ষিপ্ত ও সহজ হতে পারে, কিন্তু এর প্রতিধ্বনী কখনো শেষ হয়না।" তিনি আরও বলেন, "ঈশ্বর আমায় ডাকেন, তাদের সেবা করতে যারা পরিত্যাক্ত, গৃহহীন, বস্ত্রহীন তাদের সেবার জন্য- দরিদ্রতম মানুষের সেবার জন্য।" তিনি পিছিয়ে পড়া, বঞ্চিত জনগণ, গৃহহীন, বস্ত্রহীন, প্রতিবন্ধী অসহায় লোকদের আশ্রয় দিয়েছেন, খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা ও ভালোবাসাময় সেবা দিয়ে, মমতাভরে কোলে তুলে নিয়েছেন। তিনি বলতেন, "ঈশ্বরের কাছে ছোট জিনিস অনেক বড়; নির্ভর করে কতটা ভালোবাসা দিয়ে আমরা তা করি।" তিনি আরও বলতেন, "আমাদের মধ্যে সবাই সব বড় কাজগুলো করতে পারবে না, কিন্তু আমরা অনেক ছোট কাজগুলোও করতে পারি আমাদের অনেক বেশি ভালোবাসা দিয়ে।" মানুষ হিসেবে মানবিক মর্যাদা এবং মৌলিক চাহিদা পূরণের মাধ্যমে বেঁচে থাকার অধিকার আমাদের প্রত্যেকেরই আছে। প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিগত সম্পদ থেকে কিছু অংশ জনকল্যাণে দেয়া হলে অনেক মানুষের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত হতে পারে এবং শিশু, মা, অসুস্থ মানুষের মুখে হাসি ফুটাতে পারে। মানুষের মনে সৃষ্টিকর্তার ডাক শোনার জন্য এবং বোঝার জন্য মানুষের হৃদয় মন উন্মুক্ত করতে হবে, প্রার্থনা করতে হবে; যেন তাঁর সাথে পুনর্মিলন হয়। পুনর্মিলনের মাধ্যমে মানুষের মনের কঠিন বরফ গলে এবং তারা অভাবী, অসহায় দরিদ্র মানুষের আহাজারি শুনতে পারে। সর্বাপেক্ষা অভাবীদের জন্য দান করার মাধ্যমে সম্পদ সহভাগিতা করতে হবে এবং এই দানের বিষয়টি সদিচ্ছাসম্পন্ন নারী-পুরুষ সকলের কাছে আবেদন জানাতে হবে। আমরা যদি একে অপরকে শ্রদ্ধা করি, মর্যাদা দেই, প্রকৃতির যত্ন নিই, তাহলে আমাদের এই পৃথিবী শান্তির পৃথিবী হয়ে উঠতে পারে। আমাদের সকলের উচিত যার যার সামর্থ্য অনুসারে একে অন্যকে ভালোবাসা নিয়ে সাহায্য করা; শুধু আর্থিকভাবে নয়, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিকভাবেও। আমরা যদি সৃষ্টিকর্তার প্রতি বিশ্বাস এবং আস্থা রেখে, আমাদের প্রয়োজন থেকে দরিদ্র মানুষের জন্য সামান্য ত্যাগ করি, মানুষ হিসেবে মানুষের প্রতি সহমর্মী হয়ে আমাদের দানশীলতার হাত বাড়িয়ে দেই তাহলে আমাদের এই বিশ্বে অভাব-অনটন, হিংসা-বিদ্বেষ, মারামারি, যুদ্ধ-বিগ্রহ, বিভেদ, অবিশ্বাস থাকবে না; আমাদের এই বিশ্ব হয়ে উঠবে সুখ-শান্তি-সম্প্রীতি, ন্যায্যতা ও মর্যাদার এক আদর্শ আবাসভূমি। এই মূল্যবোধগুলো যেন আমরা হৃদয়ে ধারণ ও চর্চা করি, তার আহ্বান জানিয়েই কারিতাস বাংলাদেশ ত্যাগ ও সেবা অভিযান ২০২৩ বাস্তবায়ন করছে।

ত্যাগ ও সেবা শব্দ দু'টোর সঙ্গে দান শব্দটির একটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়। স্বার্থহীন ব্যক্তিই সাধারণত: দান, ত্যাগ ও সেবা প্রদান করে থাকে। অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে সকল মানুষকেই স্বার্থপর হিসেবে গণ্য করা হয়। প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিস্বার্থেই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা চালু রয়েছে। তাই বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ এ্যাডাম স্মিথ বলেন, "আমরা কসাই, শুঁড়ি বা রুটিওয়ালার বদান্যতাহেতু আহার প্রত্যাশা করি না, তারা তাদের স্বার্থেই খাদ্য সরবরাহ করে। আমরা তাদের মানবতাবোধের কাছে আবেদন করি না, বরং তাদের স্বার্থপরতার উপর নির্ভর করি, কখনও আমাদের প্রয়োজনের কথা বলি না, বরং তাদের সুবিধার কথা বলি।" এ ধরনের স্বার্থপর অর্থ ব্যবস্থায় দান, ত্যাগ ও সেবার কথা অনেকটাই অযৌক্তিক আচরণ বলে প্রতীয়মান হয়। তা সত্ত্বেও বাস্তব জীবনে বিশেষভাবে 'দান' বিষয়কে অস্বীকার করা যায় না।

দান, ত্যাগ ও সেবা মানুষের এমন এক ধরনের আচরণ যা বাস্তবায়ন করতে তাকে ঝুঁকির বিনিময়ে অন্যের উপকার করতে হয়। একই মানুষ একদিকে স্বার্থপর, আবার অন্যদিকে স্বার্থহীন আচরণ করে থাকে। অর্থনীতির দৃষ্টিতে আপাত বিরোধী প্রবণতার এ ব্যাখ্যা ইংরেজ দার্শনিক ডেভিড হিউম দিয়েছেন এভাবে, মানুষ নিজেকেও ভালোবাসে (স্বার্থপর) এবং শত্রু ছাড়া অন্যদেরও ভালোবাসে (পরার্থপর)। প্রত্যেক মানুষই প্রতিনিয়ত অপরের জন্য দান, ত্যাগ ও সেবা করে যাচ্ছে। নিম্নে দান, ত্যাগ ও সেবা সম্পর্কে সংক্ষিপ্তাকারে আলোকপাত করা হলো।

ত্যাগ

'ত্যাগ' গ্রিক শব্দ **Austeros** থেকে এসেছে যার ইংরেজি শব্দ **Austere** এবং ল্যাটিন শব্দ **Austerus**। আর বাংলা অর্থ হলো তপস্যা। আমরা যদি ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দেখি তাহলে মূলতঃ ব্যক্তি মানুষের হৃদয়ের পরিবর্তন আনা এবং সৃষ্টিকর্তার কণ্ঠস্বর হৃদয়ে উপলব্ধি করাই হলো তপস্যা বা ত্যাগ। অতিমাত্রায় বা অতি

অল্প ত্যাগের কোন অর্থ নেই। ত্যাগ অবশ্যই সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। প্রতিটি ধর্মেই ত্যাগ করার উপদেশ ও নির্দেশ দেয়া হয়েছে। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে "হে মুমিনগণ! তোমরা যা কিছু উপার্জন কর এবং আমি যা ভূমি থেকে তোমাদের জন্য উৎপাদন করে দেই তা থেকে যা উৎকৃষ্ট তা ব্যয় (দান) কর এবং তার নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করার সংকল্প করো না (সুরা আল বাকারা, আয়াত – ১৬৭)।"

ত্যাগের ক্ষেত্র

১) প্রার্থনা, ২) উপবাস এবং ৩) দান।

প্রার্থনা

প্রার্থনা হলো সৃষ্টিকর্তা ও মানুষের (ব্যক্তির) মধ্যে সংলাপ। ঈশ্বরের সামনে মুখোমুখি থাকাই প্রার্থনা। সৃষ্টিকর্তার বিষয়ে ধ্যান করা, তাঁর কাছে কোন কিছু প্রত্যাশা করা, কোন কাজের জন্য ধন্যবাদ দেয়া, কোন অপকর্মের জন্য ক্ষমা যাচ্না করা, তাঁকে নিজের মধ্যে উপলব্ধি করা প্রভৃতি নানা ধরনের প্রার্থনা করা

যায়। এর মধ্যদিয়ে সৃষ্টিকর্তা ও ব্যক্তির মধ্যে আধ্যাত্মিক সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়। প্রার্থনা একজন মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনকে শক্তিশালী ও মানবীয় মূল্যবোধকে বলীয়ান করে। ব্যক্তির মন ও দেহ হালকা করে এবং ঐশ-শক্তি বৃদ্ধি করে। প্রার্থনাপূর্ণ ব্যক্তির দৈনন্দিন জীবন-যাপনে ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটে। স্রষ্টার একান্ত সান্নিধ্য পাওয়ার জন্য এ ক্ষেত্রটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। প্রার্থনা জাগতিক মোহ থেকে অনেক ক্ষেত্রে বিরত থাকায় সহায়তা করে।

উপবাস

উপবাস বা রোজা ত্যাগের একটি উত্তম মাধ্যম যা প্রত্যেক ধর্মেই শিক্ষা দেয়া হয়। আমরা দেখতে পাই ইসলাম ধর্মে ৩০ দিনের উপবাস, খ্রিস্ট ধর্মে ৪০ দিনের উপবাস, সনাতন ধর্মে একাদশী, জন্মাষ্টমী, পূর্ণিমা, অমাবশ্যা, পূজা, সংক্রান্তি ও গুরুত্বপূর্ণ তিথিগুলোতে উপবাস এবং বৌদ্ধ ধর্মেও প্রতি পূর্ণিমার দিনে দুপুরের পর উপবাস রাখার জন্য পরামর্শ বা নির্দেশ দেয়া আছে। উপবাস একটি শরীরবৃত্তীয় ত্যাগ। উপবাস বা রোজার ফলে একজন ব্যক্তির ষড়রিপু সম্বন্ধে (কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য) সচেতনতা বৃদ্ধি পায় এবং নিজের রিপু নিয়ন্ত্রণ করা যায়। অভুক্ত ব্যক্তির কষ্ট অনুভব করতে পারা যায় বলে উপবাস থাকাকালে একজন ব্যক্তি তার অন্তরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে পারে। মন ও হৃদয় হালকা হয় বলে আধ্যাত্মিকভাবে মনোযোগী হওয়া সহজ হয়। ঐশ বাক্য হৃদয়ে উপলব্ধি করা যায় এবং অতীত পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত ও ক্ষতিপূরণ সম্ভব হয়।

দান

নিজের কষ্টার্জিত সম্পদ থেকে কিছু অংশ অন্যের সাথে সহভাগিতা করাই দান। অন্যের দুঃখ ও অভাবে প্রয়োজনীয় সহভাগিতা করা সম্পদের সুষম বন্টনের একটি ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত। দান বিভিন্ন রকম হতে পারে। যেমন- মানবতার কল্যাণে দান, সৃষ্টিকর্তার সন্তুষ্টির জন্য দান, প্রাচুর্য থেকে দান, গরিব-দুঃখী ও অনাথদের জন্য দান, আত্মীয়-স্বজনদের জন্য দান, প্রতিবেশি ভাই-বোনদের জন্য দান, ইত্যাদি।

সেবা

সেবা হল নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী অন্যের কল্যাণার্থে অংশগ্রহণ করা। সেবা ব্যতীত ত্যাগ অর্থহীন, অসার। অন্যের মঙ্গল কামনা করাই সেবার ধর্ম। সেবার অর্থ হল অপরকে ভালোবাসা, অন্যের সুখে-দুঃখে সহভাগিতা করা।

কারিতাসের ত্যাগ ও সেবা অভিযান

কারিতাস উন্নয়ন ও শিক্ষা কার্যক্রমের মধ্যে ত্যাগ ও সেবা অভিযান একটি অন্যতম শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম। এ কার্যক্রম কারিতাস কর্মী, সহযোগী প্রাথমিক সমিতির সদস্যবৃন্দ, কারিতাসের সঙ্গে নানাবিধ কাজে জড়িত ব্যক্তি, দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ক্লাব, এনজিও অর্থাৎ জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে দেশের সকল জনগণকে নিজেদের বিষয়ে আত্ম-মূল্যায়ন করে জীবনকে সঠিক ও সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য অনুপ্রাণিত করে। ত্যাগ ও সেবা অভিযানের সুনির্দিষ্ট দু'টি উদ্দেশ্য হলো:

ক) ত্যাগ ও সেবা কাজ সম্পর্কে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে প্রত্যেককে সচেতন করা, সেবা কাজে তাদেরকে অনুপ্রাণিত করা এবং তহবিল সংগ্রহ করা।

খ) কষ্টার্জিত সম্পদ থেকে কৃচ্ছতা সাধনের মাধ্যমে দেশের গরিব, দুঃস্থ ও বঞ্চিত প্রতিবেশি ভাই-বোনদের জন্য দান করে তাদের প্রতি কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করতে অনুপ্রাণিত করা।

ত্যাগ ও সেবা অভিযান কার্যক্রম প্রত্যেক মানুষকে তার নিজ পরিবারে, সমাজে প্রতিবেশি ভাই-বোনদের প্রতি দায়িত্বশীল হতে এবং নিজ নিজ সীমিত আয় ও সম্পদ হতে দরিদ্র সেবায় অংশগ্রহণ করতে শিক্ষা দেয়।

ত্যাগ ও সেবা অভিযানের মূলসুর

কারিতাস ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ত্যাগ ও সেবা অভিযান কার্যক্রম পালন করছে। প্রতি বছরই অভিযানকালীন সময়ে একটি নির্দিষ্ট শিক্ষা বিষয় বা মূলসুর নির্ধারণ করা হয়। প্রধানত: পোপ মহোদয়ের বছরের প্রায়শ্চিত্তকালীন বাণীর মূলসুর থেকে ত্যাগ ও সেবা অভিযানের বছরের মূলসুর নির্ধারণ করা হয়। কারিতাস কেন্দ্রীয়, আঞ্চলিক এবং ট্রাস্টের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত ত্যাগ ও সেবা অভিযান কেন্দ্রীয় কমিটির পরিকল্পনা সভায় বছরের মূলসুর নির্ধারিত হয়। এ বছর **ত্যাগ ও সেবা অভিযান-২০২৩** এর মূলসুর নির্ধারিত হয়েছে,

"একসাথে পথ চলি মিলন সমাজ গঠন করি।"

শিক্ষা উপকরণ

শিক্ষা উপকরণ যে কোন একটি পরিকল্পিত কাজকে স্বার্থকভাবে বাস্তবায়নে সহায়তা করে। এ অভিযানকে ফলপ্রসূভাবে পরিচালনার জন্য প্রতিবছর বিবিধ শিক্ষা উপকরণ তৈরি

করা হয়। এ বছর (বিনিময়-২,৪০০ কপি, পোস্টার-৪,২০০ কপি, লিফলেট-৫৪,০০০ কপি, খাম-১,২৯,০০০ কপি, ৩০ দিনের পারিবারিক পঞ্জিকা-৪,০০০ কপি, হোমিলি (Homily)- ৯০০ কপি, নির্বাহী পরিচালকের চিঠি-১,০০০ কপি, স্টিকার-৫,৫০০ কপি এবং বাস্তবায়ন নির্দেশিকা-১,২৫০ কপি, দান বাক্স ৫৫০টিসহ মোট দশ ধরনের শিক্ষা উপকরণ তৈরি করা হয়েছে।

ত্যাগ ও সেবা অভিযানের তহবিল

ত্যাগ ও সেবা অভিযান কার্যক্রমের মাধ্যমে সংগৃহীত তহবিল ৩টি ভাগে ভাগ করা হয়। যথা:

১. ত্যাগ ও সেবা অভিযান সাধারণ তহবিল

কারিতাস কর্মকর্তা-কর্মী এবং প্রকল্পসমূহের প্রাথমিক দলের সদস্যবৃন্দের কাছ থেকে যে অর্থ সংগৃহীত হয়, তা সাধারণ তহবিলে জমা হয়। ২০২২ খ্রিস্টাব্দে ত্যাগ ও সেবা অভিযান তহবিলে সর্বমোট ৬৩,০০,৭২৭ (তেষট্টি লক্ষ সাতশত সাতাশ) টাকা সংগৃহীত হয়েছে। কারিতাস বাংলাদেশে কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক অফিসসমূহে সাধারণ তহবিলের টাকার একটি অংশ অভিযানকালীন শিক্ষা উপকরণ তৈরিসহ বাস্তবায়ন এবং কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক অফিসের বিভিন্ন খাতে টাকা ব্যয় হয় ।

২. রোগীদের আশ্রয় কেন্দ্র তহবিল

কারিতাস কর্ম এলাকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও মাদ্রাসা থেকে যে অর্থ সংগৃহীত হয়, তা এ তহবিলে জমা হয়। সংগৃহীত অর্থ থেকে একটি অংশ রাজশাহী ও ময়মনসিংহে অবস্থিত 'রোগীদের আশ্রয় কেন্দ্রে' প্রদান করা হয়েছে। এ দু'টি কেন্দ্রে প্রতিদিন বহু গরিব রোগী চিকিৎসা সহায়তা নিতে আসেন। যে সকল গরিব রোগী নিজেদের চিকিৎসার খরচ, শহরে থাকা ও খাবারের ব্যবস্থা করতে পারে না, তাদের আশ্রয় প্রদানসহ চিকিৎসাকালীন খাদ্যের ব্যবস্থা, ঔষধপত্রাদি ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য এ কেন্দ্র হতে সহায়তা দেয়া হয়।

৩. বিশপ মহোদয়ের তহবিল

খ্রিস্টধর্মের বিশ্বাসীগণ কারিতাস রবিবার-এ গির্জায় যে অর্থ দান করে থাকেন, তা এ তহবিলে সংগৃহীত হয়। প্রতিটি ধর্মপল্লীর পুরোহিতগণ এ তহবিলের অর্থ সরাসরি বিশপ মহোদয়গণের কাছে পাঠিয়ে দেন এবং বিশপগণ ধর্মপ্রদেশের দরিদ্র জনগণের উন্নয়নমূলক কাজে এ তহবিলের অর্থ ব্যয় করে থাকেন।

ত্যাগ ও সেবা অভিযান - ২০২২ এর সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন

২০২২ খ্রিস্টাব্দের জন্য ত্যাগ ও সেবা অভিযানের মূলসুর ছিল **ভালোবাসা ও সেবার বীজ বুনি, শান্তিময় বিশ্ব গড়ি "Sow seeds of love and service for a peaceful world".** মার্চ মাসের ১ তারিখ থেকে মে

মাসের ৩১, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত (কোভিড-১৯ এর কারণে তা বৃদ্ধি করে জুন পর্যন্ত করা হয়) এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। কারিতাস বাংলাদেশ সর্বোচ্চ গুরুত্ব ও আন্তরিকতার সাথে ত্যাগ ও সেবা অভিযান ২০২২ এর কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। কারিতাস বাংলাদেশের কেন্দ্রীয়, আঞ্চলিক, প্রকল্প, ট্রাস্ট কার্যালয় এবং মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ প্রস্তুতি নেয়া হয়। বিভিন্ন ধর্মপল্লীতেও যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে ত্যাগ ও সেবা অভিযান কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। এই কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার জন্য কেন্দ্রীয়, আঞ্চলিক, প্রকল্প এবং মাঠ পর্যায়ে কারিতাসের কর্মী, দলীয় সদস্য, সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, সহযোগী সংস্থা, উন্নয়ন মিত্রসহ সকল পর্যায়ের জনগণ আন্তরিকভাবে বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ করেছেন।

ক) শিক্ষা উপকরণ তৈরি ও বিতরণ

এ অভিযানকে সার্থকভাবে পরিচালনার জন্য ২০২২ খ্রিস্টাব্দের জন্য নিম্নের দশ ধরনের শিক্ষা উপকরণ ছাপানো হয়:

বিনিময়	-	৩,২০০ কপি
লিফলেট	-	৬৪,০০০ কপি
পোস্টার	-	৫,৫০০ কপি
খাম	-	১,২৯,০০০ কপি
পারিবারিক পঞ্জিকা	-	৪,০০০ কপি
উপদেশ সহায়িকা	-	৮০০ কপি
নির্বাহী পরিচালকের বাণী	-	৮০০ কপি
স্টিকার	-	৭,০০০ কপি
বাস্তবায়ন নির্দেশিকা	-	৮৫০ কপি
দান বাক্স	-	৪০০ টি

কারিতাস ও প্রকল্প কর্মী, প্রাথমিক দলের সদস্য/সদস্যা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মাদ্রাসা, ক্লাব, গির্জা প্রভৃতি স্থানে আলোচনা সভা, সেমিনার ও কর্মশালায় এ সকল শিক্ষা উপকরণসমূহ বিতরণ করা হয়েছে।

খ) তহবিল সংগ্রহ

কোভিড-১৯ পরবর্তী ও রাশিয়া ইউক্রেনযুদ্ধ পরিস্থিতি, মূল্যস্ফিতি ও অর্থনৈতিক মন্দা ইত্যাদি কারণে ত্যাগ ও সেবা ২০২২ খ্রিস্টাব্দের তহবিল সংগৃহে কিছুটা বাধা সৃষ্টি হয়েছে। বিগত অভিযানকালীন সময়ে সর্বমোট ৬৩,০০,৭২৭ (তেষট্টি লক্ষ সাতশত সাতাশ) টাকা সংগৃহীত হয়েছে। এর মধ্যে ত্যাগ ও সেবা অভিযান তহবিল এবং রোগীদের আশ্রয় কেন্দ্র তহবিল উভয় তহবিলের অর্থই অন্তভুর্ক্ত রয়েছে। এখানে উল্লেখ্য গির্জা থেকে সংগৃহীত টাকা বিশপ মহোদয় দরিদ্রদের জন্য ব্যয় করেছেন।

গ) খরচাদি

সাধারণ তহবিলের টাকার একটি অংশ অভিযানকালীন শিক্ষা উপকরণ তৈরিসহ বাস্তবায়ন এবং বিভিন্ন খাতে অনুদান প্রদান হিসেবে টাকা ব্যয় হয়। কারিতাস কেন্দ্রীয় অফিস ও আঞ্চলিক অফিসগুলো বিভিন্ন উন্নয়ন ও কল্যাণমূলক কাজে এ অর্থ ব্যয় করে।

উপসংহার

ত্যাগ ও সেবা অভিযান আমাদের আত্ম-বিশ্লেষণের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি, স্রস্টার নৈকট্য লাভ এবং প্রতিবেশি ভাই-বোনদের সাথে চলা, প্রত্যেককে দায়িত্বশীল হয়ে একটি মিলন সমাজ গঠনে অনুপ্রাণিত করে। নিজের সীমিত সম্পদ থেকেই অপরের প্রয়োজনে সহভাগিতা করতে শেখায়। প্রতি বছর এ কার্যক্রমের মাধ্যমে জনগণ সচেতনভাবে তাদের সময়, শ্রম, পরামর্শ, অর্থ ইত্যাদি গরিব, দুঃখী, দুঃস্থ, অসুস্থ, প্রতিবন্ধী ভাই-বোনদের কল্যাণে ও সেবার জন্য প্রদান করছে। সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাসী সকল মানুষকে এক সাথে চলতে ও গভীর ভালোবাসায় ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও দেশের উন্নয়নে অংশগ্রহণের মাধ্যমে একটি মিলন সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি॥

এক সাথে পথ চলি, মিলন সমাজ গ'ড়ে তুলি

ফাদার প্যাট্রিক শিমন গমেজ

প্রারম্ভিকা: কাথলিক ধর্মবিশ্বাসীদের সর্বোচ্চ ধর্মগুরু পোপ ফ্রান্সিস ২০২৩ খ্রিস্টাব্দের তপস্যাকাল বা উপবাসকাল উপলক্ষে একটি বিশেষ বাণী প্রদান করেছেন। তাঁর প্রদত্ত সেই বাণীর মূলকথা তুলে নিয়ে এ বছরের 'ত্যাগ ও সেবা অভিযান'-এর প্রেরণা-বাণী হিসেবে যা বেছে নেয়া হয়েছে, তা হচ্ছে: "এক সাথে পথ চলি, মিলন সমাজ গ'ড়ে তুলি"। মহামান্য পোপ ফ্রান্সিস বেশ কিছু বছর ধ'রে সকল মানুষের, বিশেষতঃ খ্রিস্টবিশ্বাসীদের একসাথে পথ চলা, তথা সকল মানুষের মাঝে ভ্রাতৃত্ব বৃদ্ধির জোরালো আহ্বান জানিয়ে আসছেন। তাঁর মতে, মানব-সমাজের একতা ও মিলন-সমাজের কোন বিকল্প নেই। যদিও তিনি কাথলিক ধর্মগুরু এবং প্রধানতঃ কাথলিক খ্রিস্টবিশ্বাসীদের লক্ষ্য ক'রেই তাঁর শিক্ষা দান করেন, কিন্তু তাঁর শিক্ষার এই আবেদন সর্বজনীন। ধর্ম বিশ্বাসের দৃষ্টিকোণ থেকে এবং পবিত্র বাইবেলের আলোকে তিনি বিষয়টির অবতারণা করলেও এ শিক্ষার প্রেক্ষাপট বা পটভূমি এবং এর প্রয়োগ-ক্ষেত্র প্রতিটি মানুষের ব্যক্তিগত এবং সামাজিক জীবন। এই রূপান্তরের আকাঙ্খা এবং তা বাস্তব জীবনে নিষ্ঠার সংগে বাস্তবায়ন-প্রচেষ্টাই আমাদের উপবাস বা রোজা তথা প্রায়শ্চিত্ত-সাধনার অপরিহার্য অংশ হওয়া প্রয়োজন।

২০২৩ খ্রিস্টবর্ষের তপস্যাকাল উপলক্ষে পোপ ফ্রান্সিসের বাণীর মূল শিক্ষা: মহোদয় বলেন, "তপস্যার প্রায়শ্চিত্তের যাত্রা এবং একসাথে পথ চলার একই ধরণের লক্ষ্য আছে; আর তা হচ্ছে ব্যক্তিগত এবং মণ্ডলীগত রূপান্তর। এটি এমন একটি পরিবর্তন, যেখানে উভয় ক্ষেত্রে যিশুর দিব্য রূপান্তরই একটি আদর্শ; আর এটি লাভ করা যায় তাঁর পরিত্রাণ রহস্যের অনুগ্রহের মাধ্যমে। আমাদের জীবনে এই পরিবর্তন এ বছর যেন বাস্তব হয়ে উঠে, সেই উদ্দেশে আমি দু'টি 'পথ' অনুসরণের প্রস্তাব করতে চাই, যাতে আমরা একত্রে যিশুর সাথে পর্বতে আরোহণ করতে পারি এবং তাঁরই সাথে যেন আমরা লক্ষ্য অর্জন করতে পারি।"

তাবর পর্বতে যিশুর দিব্য রূপান্তরের তুলনা দিয়ে পোপ ফ্রান্সিস বলেন, "যে কোন কঠিন পর্বতারোহনের সময় অবশ্যই আমাদের দৃষ্টিকে পথের দিকে নিবদ্ধ করতে হয়; কিন্তু আরোহণ শেষে যখন দিগন্ত-বিস্তৃত দৃশ্য আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠে, তখন সেটি আমাদেরকে চমৎকৃত করে; এর মহিমাই আমাদের কষ্টের পুরস্কার বয়ে আনে। তেমনি ভাবে, একসাথে পথ চলার প্রক্রিয়া প্রায়শঃই কষ্টসাধ্য মনে হয়, কখনও কখনও আমরা নিরুৎসাহিতও হ'তে পারি। কিন্তু বেলা শেষে আমাদের জন্য যা থেকে যায়, তা সন্দেহাতীত ভাবে চমৎকার ও বিস্ময়কর। এটিই ঐশরাজ্যের সেবাকাজে ঈশ্বরের ইচ্ছা এবং আমাদের কাজকে আরও ভালভাবে বুঝতে আমাদেরকে সাহায্য করে"।

খ্রিস্টধর্মে মিলন ও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সমাজের উপর সর্বোচ্চ জোর দেওয়া হয়েছে। যিশু নিজেই প্রার্থনা করেছেন, "পিতা, তুমি আর আমি যেমন এক, তেমনি তারাও যেন এক হয় *(যোহন ১৭:২১)*।" ক্ষমা, মিলন ও ভ্রাতৃত্বের দায়িত্ব সম্পর্কে বলতে গিয়ে যিশু বলেছেন, "তোমরা শুনেছ যে এ কথা বলা হয়েছে: 'তোমার প্রতিবেশিকে ভালবাসবে আর তোমার শত্রুকে ঘৃণা করবে'। কিন্তু আমি তোমাদের বলছি: তোমরা তোমাদের শত্রুকে ভালবাসবে; যারা তোমাদের নির্যাতন করে, তাদের জন্য তোমরা প্রার্থনা করবে, যাতে তোমরা তোমাদের স্বর্গীয় পিতার সন্তান হয়ে উঠতে পার। একটি নতুন আদেশ আমি তোমাদের দিচ্ছি: তোমরা পরস্পরকে ভালবাসবে"। পবিত্র বাইবেলে প্রতিবেশির প্রতি কর্তব্যের বিষয়ে অসংখ্য হৃদয়গ্রাহী শিক্ষা আছে। সকল মানুষকে আপন ভাই-বোন হিসেবে গ্রহণ করাই হচ্ছে প্রভু যিশুর শিক্ষার মর্মকথা।

সর্বজনীনতা **কুর-আন্ শরীফের** শিক্ষার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। নবী করিমের দাওয়াত পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য। তিনি বলেন, "নিজের জন্য যা কিছু প্রত্যাশা করা হয়, একই প্রত্যাশা যদি ভাই-এর জন্য না থাকে, তবে কেউ প্রকৃত ইমানদার হ'তে পারে না।" কুর-আন্ শরীফের কথায়: "আমরা আপনাকে সকল জাতির জন্য অনুগ্রহ হিসেবে প্রেরণ করছি *(২১:১০৭)*।" কুর-আন্ শরীফ ও হাদিস উভয়ে দরিদ্রদের কল্যাণে অর্থ ব্যয়ের কথা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বলা হয়েছে। "মৃত্যু তোমাদের কাছে হাজির হওয়ার আগে, তোমাদেরকে যা কিছু দেওয়া হয়েছে, সেখান থেকে যথেষ্ট পরিমাণে দান কাজে তোমরা ব্যয় কর *(৬৩:১০)*।" সুরা আল্-হুজুরাত-এ বলা হয়েছে, "হে মানবগণ, তোমাদেরকে একজন নর আর একজন নারী থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে; তোমাদেরকে জাতি ও গোত্রে সৃষ্টি করা হয়েছে, যাতে তোমরা পরস্পরকে জানতে পার। একমাত্র আল্লাহ্ তোমাদের সৃষ্টি করেছেন *(৪৯:১৩)*।"

"বাসুদা কুটুম্বুকুম" অর্থাৎ, "বিশ্ব একটি পরিবার" হচ্ছে **সনাতন ধর্মের** বহুল পরিচিত একটি প্রধান শিক্ষা। সনাতন ধর্মের ধর্মীয় শাস্ত্র ভগবৎ গীতায় উল্লেখ আছে: যুদ্ধ ক্ষেত্রে অর্জুন আর অগ্রসর হ'তে চাইলেন না, কেননা তিনি অপর পক্ষে তাঁর আপনজনদের দেখতে পেলেন। "অর্জুন সেখানে তাদের দাঁড়ানো অবস্থায় দেখতে পেলেন: পিতৃ-সম্পর্কীয়, পিতামহগণ, শিক্ষকবৃন্দ, পিতৃব্য, ভ্রাতৃগণ, পুত্রগণ, তাদের পুত্রগণ এবং বন্ধুবর্গ। তিনি উভয় পক্ষের বাহিনীর মধ্যে প্রবীণ ও সহযোদ্ধাদের হিসাব নিলেন; তাঁর গোত্রীয় ও আত্মীয় সকলকে সমবেত করা হ'ল *(১:২৬-২৭)*।" যাঁরা গীতাকে জীবনের যুদ্ধক্ষেত্রে সাংকেতিক শিক্ষাদানের উপায় বা উৎস হিসেবে পাঠ করেন, তাঁদের কাছে এই বিষয়টি বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের একটি অনন্য উদাহরণ। 'অন্য প্রাণীদের জীবন-প্রক্রিয়াকে বিঘ্নিত করা মানুষের উচিৎ নয়' - এই শিক্ষার মধ্যদিয়ে কেবল মানুষ নয়, অন্যান্য প্রাণী বা সৃষ্ট বস্তুর প্রতি যত্নের বিষয়টিও এখানে স্পষ্ট।

বৌদ্ধ ধর্মে বলা হয়েছে, বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে, যারা পরম আত্মার অভিমুখে যাত্রা করতে চায়, যারা সেই পরম আত্মা অভিমুখী কাজ করতে চায়, তাদের সকলকে একত্রিত করা। বৌদ্ধ ধর্মের শিক্ষায় বলা হয়েছে, ভ্রাতৃত্ব বন্ধুত্বকে উৎসাহিত করে; কারণ, প্রকৃত বন্ধু কখনও অপরের ক্ষতি করতে পারে না। সৎ কর্মই হচ্ছে ভ্রাতৃত্বের ধর্ম, যা অপরকে সাহায্য করতে উৎসাহিত করে।

উপসংহার: আমাদের তপস্যা, প্রায়শ্চিত্ত, প্রার্থনার মূল লক্ষ্যই হওয়া উচিৎ ভ্রাতৃত্ব রচনা, বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের উৎকর্ষ সাধন এবং বিশ্ব মানবের সেবা ক'রে ঈশ্বরের নৈকট্য লাভ করা। পোপ মহোদয়ের কথায়: 'ঈশ্বর যখন একসাথে পথ চলার প্রক্রিয়ায় আমাদেরকে মিলনের শক্তিশালী অভিজ্ঞতার মধ্যদিয়ে চালিত করেন, তখন আমাদের মনে করা উচিৎ নয় যে আমরা লক্ষ্যে পৌঁছে গেছি। কারণ সেখানেও প্রভু আমাদেরকে পুনরায় বলেন: "উঠ, ভয় পেয়ো না"। তাই এসো, আমরা এখন পাহাড় থেকে নীচে সমতলে যাই এবং যে অনুগ্রহের অভিজ্ঞতা আমরা লাভ করেছি, তা যেন আমাদের সমাজে দৈনন্দিন জীবনে আমাদেরকে "একসাথে পথচলা প্রক্রিয়ার কারিগড়" হ'তে শক্তি দান করে'॥

প্রায়শ্চিত্তকাল ও আমাদের আধ্যাত্মিক পরিচর্যা

ফাদার সোহাগ গাবিল সিএসসি

মণ্ডলীর উপাসনা চক্রের পরিক্রমায় তপস্যাকাল বা প্রায়শ্চিত্তকাল একটি বিশেষ সময় যা আমাদেরকে সর্বান্তকরণে ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসতে আহ্বান জানায়। আগমনকালে আমরা মুক্তিদাতার আগমনের প্রতীক্ষায় জাগ্রত থাকি; কিন্তু তপস্যাকাল বা প্রায়শ্চিত্তকালে প্রার্থনা, উপবাস ও দয়া-দানের মাধ্যমে আমরা পরম পিতার দিকে গমন (তীর্থ-যাত্রা) করি। আমাদের এই তীর্থ-যাত্রা আশার যাত্রা, আমাদের এই তীর্থ-যাত্রা ক্ষমা-লাভ ও ক্ষমা-দানের আনন্দের যাত্রা। আর তপস্যাকালে আমাদের এই আধ্যাত্মিক তীর্থযাত্রার পূর্ণতা পায় পুনরুত্থান রবিবারে প্রভু যিশুর শূণ্য সমাধিতে।

মণ্ডলীর বিভিন্ন লেখনিতে ও ধর্মসার ব্যাখ্যায় অনেক সময়ই তপস্যাকালকে মণ্ডলীর "বসন্তকালের" সাথে তুলনা করা হয়েছে। বসন্তকালে যেমন গাছের সকল পাতা ঝড়ে যাবার পর নতুন মুকুল অঙ্কুরিত হয়, তেমনি ভাবে তপস্যাকালেও (মণ্ডলীর বসন্তকাল) আমাদেরকে আহ্বান করা হয় পাপের সকল জরা-জীর্ণতার পতন ঘটিয়ে পবিত্রতায় ও আধ্যাত্মিকতার নতুন অঙ্কুরে নিজেদেরকে বিকশিত করতে। তপস্যাকালের আনুষ্ঠানিক সূচনা ঘটে ভস্মবুধবারে উপাসনার মধ্যদিয়ে। ললাটে বা মস্তকে ভস্ম টিকা বা ভস্ম ধারণ করে, বিশ্বাসী ভক্ত তপস্যাকালের চল্লিশ দিন ব্যাপি একনিষ্ঠ প্রার্থনা, উপবাস ও দয়াদানের প্রতিজ্ঞা নিয়ে এক আধ্যাত্মিক যাত্রা শুরু করে। তপস্যাকালের উদ্দেশ্য হলো নবীকৃত হৃদয় ও মনে নিস্তার রহস্য উৎসব পালনের প্রস্তুতি। তপস্যাকাল আমাদেরকে সুযোগ দেয় আরোও গুরুত্বসহকারে প্রার্থনা করতে ও মঙ্গলবাণী ধ্যানে সময় ব্যয় করতে; উপবাসে ত্যাগস্বীকারের মাধ্যমে ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করতে ও দয়াদানের মাধ্যমে ভালবাসায় অভাবী ও গরিব মানুষের পাশে দাঁড়াতে। আর এই তপস্যাকালের কৃচ্ছ্র-সাধনা, মঙ্গলবাণী অনুধ্যান ও আধ্যাত্মিক প্রস্তুতির সমাপ্তি ঘটে পুণ্য বৃহঃস্পতিবার সান্ধ্য খ্রিস্টযাগের পূর্বে।

যাজক বা সেবাদানকারী ভস্ম বুধবারে আমাদের ললাটে ক্রুশাকারে ভস্মটিকা একে দিয়ে বলেন, "হে মানব, মনে রেখ তুমি ধুলিমাত্র, আবার ধুলিতেই মিশে যাবে।" আমাদের আধ্যাত্মিক ও জাগতিক জীবনের বাস্তবতা চিহ্নিতকারী এই বাক্যটি নেয়া হয়েছে আদিপুস্তকের তৃতীয় অধ্যায় উনিশ নম্বর পদ থেকে। আদিপুস্তকে বর্ণিত আছে যে ঈশ্বর আদমকে (মানুষকে) মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। আদম পাপে পতিত হবার পর, ঈশ্বর আদমকে তার নশ্বরতার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে এ কথা বলেলেন। তাই "হে মানব, মনে রেখ তুমি ধুলিমাত্র, আবার ধুলিতেই মিশে যাবে।"- এই বাক্যটি আমাদের জাগতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের বাস্তবতা তুলে ধরে। আমাদেরকে মনে করিয়ে দেয় যে নশ্বর মানুষ আমরা, সীমিত আমরা, আমাদের জীবন আসে ঈশ্বরের কাছ থেকে এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আমাদের জীবনের সমাপ্তিও ঘটে। কাজেই এ জগতের কোন কিছুই যেন আমাদেরকে অহংকারী মানুষ করে না তোলে। বরং আমাদের জীবনের সকল দানের জন্য আমরা যেন ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকি ও ঈশ্বর নির্ভরশীল মানুষ হয়ে উঠি। কিন্তু তারপরও আমরা যেন স্মরণে রাখি যে আমাদের দেহটি নশ্বর হলেও আমাদের দেহ কিন্তু পবিত্র। কেননা, ঈশ্বরের সাদৃশ্যে ও প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট মানুষ আমরা, আর ঈশ্বর তাঁর প্রাণ বায়ু আমাদের মধ্যে ঢেলে দিয়েছেন।

পবিত্র বাইবেলে ভস্ম বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। উপরে বর্ণিত আদমের ঘটনানুসারে ভস্ম আমাদের নশ্বরতা বা মরণশীলতাকে প্রকাশ করে ও একই সাথে ভস্ম আমাদের অনুতাপের কথাও প্রকাশ করে। পবিত্র গ্রন্থে বর্ণিত যোবের কাহিনীতে আমরা দেখতে পাই যে, যোব তার পাপের জন্য ছাই ও ধুলো মেখে অনুতাপ করেছেন। একই ভাবে দানিয়েলের গ্রন্থেও আমরা দেখতে পাই যে, প্রবক্তা দানিয়েল বলেন, "আমি উপবাস পালনে, চটের কাপড়ে ও ছাই মেখে প্রভুর কাছে ... প্রার্থনা করলাম (দানিয়েল ৯:৬)।" একই ভাবে রাণী এস্থারের কাহিনীতেও আমরা শুনতে পাই যে, রাণী এস্থার তার নিজের জাতির মানুষের হয়ে ইস্রায়েল জাতির ঈশ্বরের কাছে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে প্রার্থনা করেছেন।

তাই তো মণ্ডলীতে আমরা যখন ললাটে ভস্ম ধারণ করি আমরা স্বীকার করি যে আমরা মরণশীল ও নশ্বর মানুষ; আমরা আমাদের পাপের জন্য অনুতাপ প্রকাশ করি ও একই সাথে শুধু নিজেদের জন্য নয় বরং অন্যদের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি। আর এভাবেই আমরা ব্যক্তি নিজে, ঈশ্বর ও মানুষের সাথে সংযুক্ত থাকি, এক গভীর আধ্যাত্মিক বন্ধন সৃষ্টি করি। চল্লিশটি দিন ধরে আমাদের বাহ্যিক ক্রিয়া কলাপ (প্রার্থনা, উপবাস ও দয়াদান) আমাদের অন্তরের পরিবর্তনের ও অন্তরের শুদ্ধতা প্রকাশ করে।

তপস্যাকালের উপাসনা চক্রে চল্লিশ সংখ্যাটি একটি বিশেষ আধ্যাত্মিক তাৎপর্য ও পূর্ণতা প্রকাশ করে। ইস্রায়েল জাতি মরুপ্রান্তরে চল্লিশ বছর ধরে প্রতিশ্রুত দেশের উদ্দেশে যাত্রা করেছে; তাদের যাত্রায় তারা বিভিন্ন ধরণের সমস্যার সম্মুখিন হয়েছিল, তাদের যাত্রায় আধ্যাত্মিক শীথিলতা ছিল, ছিল বিশ্বাস তলিয়ে যাবার উপলক্ষ্য সমূহ; তথাপি ঈশ্বরের অপার অনুগ্রহে প্রবক্তাদের মধ্যদিয়ে ও ঈশ্বর-মনোনীত মানুষদের মধ্যদিয়ে ইস্রায়েল জাতি সেই মরুপ্রান্তর পাড়ি দিয়েছিল। নতুন নিয়মের পবিত্র গ্রন্থেও আমরা দেখতে পাই যে, প্রভু যিশু তার প্রেরণ-কাজে প্রবেশের পূর্বে মরুপ্রান্তরে চল্লিশ দিন ও চল্লিশ রাত সময় কাটিয়েছেন। মরুপ্রান্তরে শয়তান দ্বারা পরীক্ষিত হয়ে প্রলোভনের সম্মুখিন হয়েছেন, কিন্ত তিনি শয়তানকে পরাজিত করলেন। ঠিক তেমনি ভাবে মণ্ডলীতে তপস্যাকালের আমাদের এই তীর্থ যাত্রা যেন ইস্রায়েলের সেই প্রতিশ্রুত দেশের উদ্দেশে যাত্রা। আমাদের কৃচ্ছ্র-সাধনা, আমাদের প্রার্থনা, আমাদের উপবাস ও দয়াদানের মূল লক্ষ্য হলো ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ .. হোক তা এ জগতে বা (পরকালে) স্বর্গরাজে। আমাদের এই আধ্যাত্মিক তীর্থযাত্রায় নিশ্চয় সমস্যা থাকবে, প্রলোভন থাকবে, থাকবে আধ্যাত্মিক শীথিলতা; এই কঠিন সময়ে প্রলোভন ও অন্যান্য সমস্যা যখন আমাদের ক্লান্ত করে ফেলে তখন প্রার্থনা, উপবাস ও দয়াদানকে হাতিয়ার করে (মরুপ্রান্তরের) প্রভু যিশুখ্রিস্ট আমাদেরকে শিক্ষাদেয় কিভাবে শয়তানকে না বলতে হয় ও কিভাবে প্রলোভনকে জয় করতে হয়।

সকল প্রলোভন ও মন্দতাকে জয় করার জন্য প্রায়শ্চিত্তকালে আমাদের আধ্যাত্মিক পরিচর্যার সাথে যোগ হয় দয়াদান, উপবাস ও প্রার্থনা। সাধু যোহন দামাসিস প্রার্থনার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, "ঈশ্বরের দিকে হৃদয় ও মন তুলে ধরা অথবা ঈশ্বরের কাছে ভাল কিছু যাচনা করাই প্রার্থনা।" একই ভাবে লিসিয়ের সাধ্বী তেরেজা প্রার্থনার বিষয়ে বলতে গিয়ে এই অভিব্যক্তি প্রকাশ করেন যে, "আমার জন্য প্রার্থনা হল অন্তরের এক ব্যাকুলতা, স্বর্গের দিকে এক নিবিড় দৃষ্টি; এ হল প্রেম ও স্বীকৃতি লাভের এক উদাত্ত কান্না, যা আনন্দ ও পরীক্ষা উভয়কেই আলিঙ্গন করে (কা.ম.ধ.শি. ২৫৫৮-২৫৫৯)।" প্রায়শ্চিত্তকাল আমাদেরকে আহ্বান জানায় সেই নিবিড় ভালোবাসা নিয়ে প্রার্থনায় আমাদের সময় ও মন মনোনিবেশ করতে যেন আমরা ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করতে পারি। পবিত্র ক্রুশের পথের প্রার্থনা, পবিত্র সাক্রামেন্টের আরাধনাসহ পুনর্মিলন সংস্কার

ও উপাসনায় অংশগ্রহণ করে আমরা যেন আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনের যত্ন নিই সেই জন্য মণ্ডলী আমাদেরকে এই প্রায়শ্চিত্তকালে বিশেষ আহ্বান জানায়।

কাথলিকদের জন্য ভস্মবুধবার ও পুণ্য শুক্রবার হচ্ছে বাধ্যতামূলকভাবে উপবাস রাখার দিন; এছাড়াও প্রায়শ্চিত্তকালে প্রতি শুক্রবার মাংসাহার ত্যাগ ও ত্যাগস্বীকারের জন্য মণ্ডলী আমাদেরকে আহ্বান জানায়। আমরা যখন উপবাস করি আমরা অনর্থক ভাবে বা লোক দেখানোর জন্য করি না। যিশু নিজেই লোক দেখানো উপবাস থেকে বিরত থাকতে বলেছেন। আমাদের উপবাস আমাদের প্রার্থনা হয়ে উঠে। আমাদের দৈহিক ক্ষুধা আমাদেরকে মনে করিয়ে দেয় আমাদের সৃষ্টিকর্তাকে লাভের জন্য অন্তরের ক্ষুধার কথা। বর্তমান সময়ে অনেক মানুষই খাদ্যের অভাবে বা স্বাস্থ্য ঠিক রাখার জন্য নির্দিষ্ট সময়ে খাবার খায় না। কিন্তু খাবার না খেয়ে থাকা মানেই উপবাস করা নয়। উপবাসের মধ্যে রয়েছে ঈশ্বরকে পাবার আকাঙ্খা। একই ভাবে আমাদের প্রার্থনাপূর্ণ উপবাস আমাদের দেহের অসারতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয় ও প্রলোভনকে জয় করার শক্তি আমাদের দান করে।

প্রার্থনা ও উপবাসের পাশাপাশি প্রায়শ্চিত্তকাল আমাদেরকে আহ্বান জানায় ত্যাগস্বীকারের মাধ্যমে আমরা যেন দয়াদান করি। আমরা যেন আমাদের ক্ষুদ্র ত্যাগস্বীকারের ফল গরিব ও অভাবী মানুষের সহায়তায়, সেবায় ও সাহায্যে ব্যয় করি। কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা (অনু ২৪৬২) আমাদেরকে মনে করিয়ে দেয় যে, "দরিদ্রদের সাহায্য দেওয়া হল ভ্রাতৃপ্রেমের সাক্ষ্য: এটা ন্যায্যতারও একটি কাজ যাতে ঈশ্বর খুশি হন।" প্রভু যিশু নিজেও আমাদেরকে শিক্ষা দেন আমরা যেন দয়াদান করি ও আমাদের দয়াদান যেন আমরা গোপনেই সাধন করি। তা যেন কখনোই লোক দেখানো না হয়ে থাকে।

পরিশেষে আমরা বলতে চাই যে, "হে মানব, মনে রেখ তুমি ধুলিমাত্র, আবার ধুলিতেই মিশে যাবে" -এই বাক্যটি প্রায়শ্চিত্তকালের এক গভীরতর আধ্যাত্মিক ও জাগতিক জীবনের বাস্তব-সত্য তুলে ধরে। এই বাক্যটি আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয় আমাদের নশ্বরতার ও মরণশীলতার কথা; স্মরণ করিয়ে দেয় আমাদের দেহের অসারতার কথা। এই নশ্বরতার মাঝেও আমরা খুঁজে পাই ঈশ্বরত্বের স্বাদ, কেননা ঈশ্বর তার প্রাণবায়ু আমাদের এই নশ্বর দেহে ঢেলে দিয়েছেন। তাই এই প্রায়শ্চিত্তকালে আমরা প্রার্থনা, উপবাস ও দয়াদানে ঈশ্বরের সান্নিধ্য পেতে চাই। যার কাছ থেকে আমাদের জীবনের সূচনা ঘটেছে ও যার দিকে ধাবিত হচ্ছে আমাদের জীবনায়ু। সকল অহংকার দূরীভূত করে, সকল পাপময়তা বর্জন করে আমরা যেন একে অন্যের সাথে সর্বান্তকরণে পিতার কাছে ফিরে আসি পরস্পরের ভাই-বোন রূপে॥ ৯০

ভুল সংশোধন

সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দের ০৯ সংখ্যায় সম্পাদকীয়তে **"কৃচ্ছতা"** শব্দটি মুদ্রিত হয়েছে যার শুদ্ধ শব্দটি হবে **"কৃচ্ছ্রতা"**। অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য আমরা আন্তরিক ভাবে দুঃখিত। -সম্পাদক

Accounting Coaching

HSC, BBA, BBS & MBA
HSC - হিসাববিজ্ঞান, ফিন্যান্স, পরিসংখ্যান ও ICT

নটরডেম ও হলিক্রসের জন্য আলাদা ব্যাচ
ফার্মগেট : ২০/১ ইন্দিরা রোড,
(পরিচালনায় : বোর্ড পরীক্ষক)
Mobile : 01886-593691

বিজ্ঞ/৮৬/২৩

WANTED FOR AN ASSISTANT PRINCIPAL

The Methodist English Medium School is looking for confident Christian, self-motivated male or female personnel for the following position:

Position	**:**	Assistant Principal
Education	**:**	Masters in any discipline from here or abroad
Age	**:**	Not more than 45 years old
Experience	**:**	10 years teaching and administrative experience in any reputed English Medium School in Bangladesh or abroad
Fluency of English	**:**	Excellent in both written and spoken English
Salary	**:**	Negotiable

The confident Person My apply to the Principal by 30 March 2023 to Methodist English Medium School, 250/1 Second Colony, Mazar Road, Mirpur 1, Dhaka 1216.

বিজ্ঞ/৮৭/২৩

অচলায়ন্ত সময়

রবীন ভাবুক

ছবি: লেখক

ওর চোখ দুটো একটু বড় ছিল। টানা টানা। মায়াবী একটা টান। কিন্তু ভয়ানক রকম দুষ্টামী খেলা করতো চোখ জুড়ে। প্রথম দিন যখন প্রথাকে দেখেছিলাম, সেদিন কিছুটা সময় চোখ আটকে গিয়েছিল। কয়েকটা ছবির প্রয়োজন ছিল। ছবি তুলতে গিয়েই ওকে দেখেছি। সদর ডেস্কে বসেই অফিসিয়াল কাগজপত্র নাড়ছিল। চুলগুলো এলোমেলো হয়ে পিঠের উপর লুটিয়ে পড়েছিল। আজ আবার দেখলাম একবার। অনেকটা চেইঞ্জ এসেছে মুখে। আজ শাড়ী পড়েছে। ভীষণ সুন্দর লাগছে ওকে। কিন্তু চোখের নিচে যে কিছু বয়ে বেড়ানোর চিহ্ন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। পাশ কাটিয়ে চলে গিয়ে আবার থমকে দাঁড়িয়েছে। সামনে এসে কিছু দ্বিধায় ছিল। ধীরে ধীরে বললো-

- কেমন আছ?

- হুম ভাল। তুমি?

- এই তো চলে।

- কোনো সমস্যা?

- হুম, কিছুটা। একটু সময় দিবে, চল কোথায় গিয়ে বসি।

- হ্যাঁ চল।

অনেক দিন পর ওর পাশে হাঁটতে ভালই লাগছিল। কিন্তু কেমন অনেক দূরের মনে হচ্ছে। এমনটা হওয়ার কথা ছিল না। ওতো এমন না! ওতো একটা উড়ন্ত পাখি ছিল। যেদিন প্রথম দেখা হয়েছিল ছবি তোলার সময় প্রথার চুলের স্পর্শটা মিস করতে পারিনি। গায়ে ঝাঁঝালো মিষ্টি গন্ধ। একটা মাদকতা ভর করেছিল সেদিন। এরপর দু'একবার দেখা হয়েছিল, চোখাচোখি হয়েছিল, কিন্তু তেমন কথা হয়নি। পরে একদিন কথা হয়েছিল। সেদিন বৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু ধরে এসেছে বৃষ্টি। রাস্তার পাশে চায়ের দোকানে বসে বড় ভাইদের সাথে চায়ের আড্ডা দিচ্ছি। হঠাৎ চোখ পড়লো রাস্তায়। আধভেঁজা হয়ে প্রথা এগিয়ে যাচ্ছে। কেমন যেন অদ্ভুত সুন্দর লাগছে ওকে। বড় টানা টানা চোখ দুটো ভিঁজে বিশাল সাগরে গিয়ে মিশেছে মনে হয়। আমার দিকে চোখ পড়তেই একটা মিষ্টি হাসি দিল। বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে ওঠে। মনে হয় ওর চোখে আর মনে আমাকে নিভৃতে টানছে। আমিও এগিয়ে গেলাম তার দিকে। মুখ ফসকে বলে ফেলেছিলাম চা খাবে? প্রথা তেমন কোনো ভনিতা না করেই বলে ফেললো,

- হু খাব।

- চল ওই দিকে যাই।

এরপর অনেক দেখা, অনেক কথা হয়েছে। মাঝে মাঝে ওর কথায় ওকে খুব স্বার্থপর মনে হতো। আবার ভাবতাম, হয়তো আদরে এমন করে। দেখা হওয়া, চা খাওয়া এভাবেই চলছিল। ও যে আমাকে পছন্দ করে, তা আমি বুঝতে পেরেছিলাম হুট করে একদিন হাত ধরে। নিজে অজান্তে হোক বা ইচ্ছেতেই হোক, হাত ধরে থাকা প্রথার সেদিন স্মিতহাস্য মুখটি ছিল নিষ্পাপ ফুলের মতো। ধীরে ধীরে ভাল লাগা পৌঁছে যায় ভালবাসা আর অন্তরঙ্গতায়। কিন্তু কিছুদিন পর বারবার এড়িয়ে যাচ্ছিল প্রথা। খারাপ লাগলেও কিছু বলতে পারতাম না। একদিন বাসার নিচে দাঁড়িয়ে, হুট করে দেখতে পেলাম একটা ছেলের বাইকে পেছনে ঝাপটে ধরে বসে আছে। আমাকে লক্ষ্য করেনি। কিছু দূর গিয়ে বাইক থেকে নেমে বাসার দিকে চলে যাচ্ছে। আমি ফোন দিলাম, বললাম-

- একটু দেখা করবে?

- না, আমি খুব ক্লান্ত। আর আজ সময় হবে না। তোমাকে রাতে ফোন দিব।

আমি কিছু বলিনি সেদিন আর। রাতে বারবার ফোন দিয়েও ব্যস্ত পেয়ে আর কথা বলিনি। এরপর আর ফোন দেইনি আমি। প্রথাও নিজ থেকে কখনোই ফোন দেয়নি। অনেকদিন পর প্রথার ফোন পেলাম। অনুভূতিটা অন্যরকম ছিল। কিছুটা অবাকও হলাম। যাইহোক, ফোন দিয়ে দেখা করার কথা বললো। দেখা হলো, এরপর আবার মেলামেশা। আমার ইচ্ছে ওকে অনেক দূর পৌঁছে দিব। ওর একটা বিষয় খুব ভাল লাগতো, তা হলো একটু পাগলামী। সবচেয়ে বাজে অভ্যেস ছিল কথা না রাখা এবং নিজেকে অন্যের কাছে ছোট করে ফেলা কিছু কিছু কাজের মাধ্যমে। এটা নিয়ে অনেক বলেছি, শাসনও করেছি। কিন্তু কাজ হয়নি। তারপরও প্রথা বিশেষ একটা জায়গা জুড়ে ছিল। বেশ কিছুদিন পর প্রথাকে এক পার্কে আরেকটি ছেলের সাথে খুব ঘনিষ্ঠভাবে দেখে এবার খুব অবাকই হলাম। আসলেই কি এই সেই প্রথা! যাকে আমি একভাবে চিনতাম, তাকে আজ অন্যভাবে চিনতে হচ্ছে।

নিজেকে খুব আহত মনে হলো। কিছু না বলেই চুপ করে চলে আসি। এরপর আমি নিজেই আর কখনো যোগাযোগের চেষ্টা করিনি। যে দেবতা নানান ফুলে তুষ্ট, তাকে পূজা দেওয়া যেমন সহজ, তাকে বিশ্বাস করাটা আরো বেশি কঠিন। প্রথা অনেকবার যোগাযোগের চেষ্টা করেছিল। কিন্তু মন থেকে আর টানেনি আমাকে ওই মুখো হতে।

আমি ফেলে আসাকে ভাবতে ভাবতেই খেয়াল করলাম বেশ কয়েকবার প্রথার ফোনে ম্যাসেজ আসছে। প্রথাকে অনেকটা চিন্তিত দেখাচ্ছে। জানতে চাইলাম কি হয়েছে। কোনো ভনিতা না করেই বলে ফেললো-

- একজন আমাকে ব্যাকমেইল করছে।

- ব্যাকমেইল! কেন? কিভাবে?

- ওর কাছে নাকি আমার ভিডিও আছে। এর আগেও আমার কাছ থেকে টাকা নিয়েছে কয়েকবার। আমি কি করবো বলে দেও।

আমি অবাক হয়ে কিছুক্ষণ প্রথাকে দেখলাম। আজ খুব মায়া লাগছে ওর জন্য। উড়ন্ত পাখিটা কেন আজ ডানা ঝাপটায় তা বুঝতে বাকি থাকলো না। আমি আশ্বস্ত করে বললাম,

- ঠিক আছে, আমি দেখছি।

ছেলেটির সাথে দেখা করে প্রথার সমস্যাটার সমাধান করতে তেমন একটা কষ্ট হয়নি। কিন্তু কষ্ট হয়েছিল, প্রথার না বোঝাটা, ওর ভুলগুলো নিয়ে। আজ প্রথার সাথে দেখা করে সমস্যার সমাধানগুলো শেষ করে বের হবো এমন সময় প্রথা আবার সামনে এসে দাঁড়ায়। কান্না ভেঁজা চোখে শুধু বললো-

- আমি কি আর আসতে পারি না?

- না, সময়টা যে অনেক দূরে চলে গেল!

বাইরে হাল্কা মেঘ করেছে। বৃষ্টি আসতে পারে। আমি হেঁটে যাই সামনের দিকে। অচলায়ন্ত সময়কে বেঁধে রেখে সামনের দিকে এগুনোর কষ্টটা নিছক একটা হেরে যাওয়া লড়াই। তার পরও পা চলতে থাকে, পেছনে পড়ে থাকে এক অনিশ্চিত সত্য এবং থমকে থাকা প্রথারা!

প্রায়শ্চিত্তকাল

এ এম আন্তোনী চিরান

প্রায়শ্চিত্তকাল আসলেই শ্রদ্ধেয় প্রয়াত ফাদার লেনার্ড রোজারিও এর কথা মনে পড়ে। প্রয়াত ফাদার লেনার্ড রোজারিও আমার ব্যক্তিগত জীবনে আধ্যাত্মিক গুরু ছিলেন। তিনি তাঁর জীবদ্দশায় 'প্রেম-সেবা, ক্ষমা-দয়া আর ত্যাগস্বীকারের কথা প্রায়ই বলতেন। তাঁর মৃত্যুর পরবর্তীতে সেই কথাগুলো নিয়ে অনেক ভেবে দেখেছি আর এর সমার্থক কোন প্রেমের কথা বা ভালোবাসার কথাগুলো নিয়ে চিন্তা করেছি। প্রেম বা ভালোবাসা দিয়ে মানুষকে কাছে টানা যায়, নিজের করে নেয়া যায়, বন্ধুত্বের সেতু-বন্ধন গড়া যায়। সেবার মাধ্যমে একজন অসুস্থ মানুষকে সুস্থ করা যায়। ত্যাগ স্বীকারের মাধ্যমে একজন বিপদগ্রস্ত, একজন অনাহারী মানুষকে সাহায্য এবং আত্মবিশ্বাসে বলিয়ান করে তোলা যায়; ব্যক্তিজীবনে বিমল আনন্দে ভরে তোলা যায়।

তাই এই প্রায়শ্চিত্তকালে প্রয়াত ফাদার লেনার্ড কথা মতো আসুন আমরা প্রেম-সেবা দিয়ে অপরকে সেবা, ক্ষমা, দয়া ও ত্যাগস্বীকার দিয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়ে অসহায় ও পরের প্রতি যত্নশীল হই। কারণ ক্ষমার মধ্যদিয়েই ভাই মানুষকে কাছে টানা যায়, গ্রহণ করা যায়, আত্মায় সম্পৃক্ত করা যায়। তাহলেই এই প্রায়শ্চিত্তকালের স্বার্থকতা আমরা পাব। পুনরুত্থান সত্যিই আমাদেরকেও নতুন পুনরুত্থানের দিকে নিয়ে যাবে। যেমন- সাধু পল বলেছেন, 'ক্ষমা মানুষকে বিনম্র করে, পূর্ণতা দান করে।' মানুষকে প্রেম বা ভালোবাসি আর মানুষকে ভালোবাসলেই তাকে সেবা করার মানসিকতা জেগে উঠে। ভিতরে হিংসা বা নিন্দা থাকলে অন্যকে গ্রহণ করার মনোভাব জেগে উঠবে। প্রেম ধৈর্য্য ধরে, প্রেম হিংসা করে না, প্রেম নিত্য সহিষ্ণু, প্রেম অন্যের অপরাধ গ্রাহ্য করে না॥

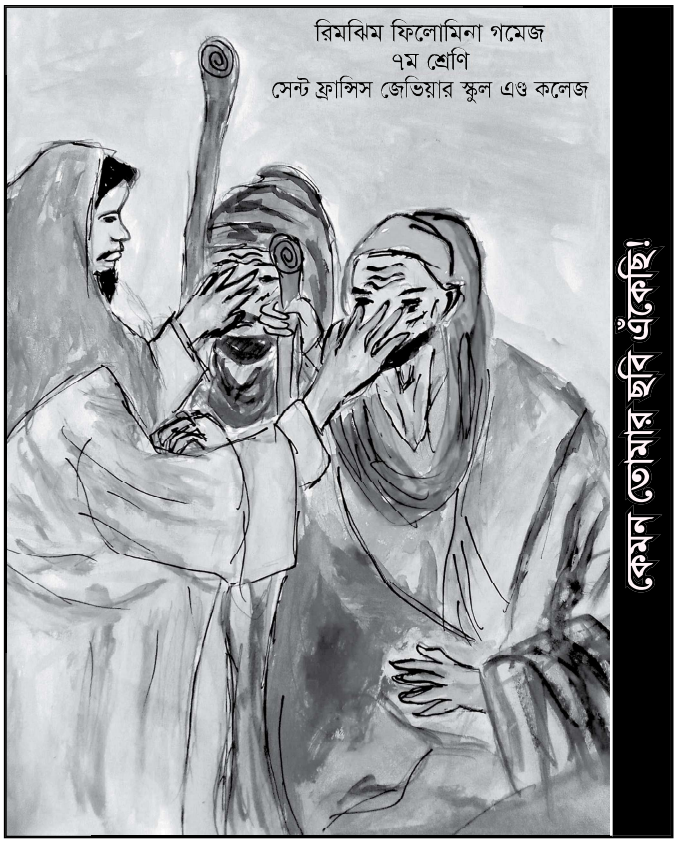

ত্যাগের তরী: অনন্তলোক

যীশু বাউল

তপস্যাকালীন যাত্রা পথে
ত্যাগের তরী ভেসে যায়
অনন্ত অসীমের দিকে
অনাদি সৌন্দর্যলোকে
পৌঁছায় হৃদয়ের একাগ্র তাগিদে।

ত্যাগের তরীর যাত্রা
সকলকে এক সাথে নিয়ে
ক্ষমা দেয়া নেয়ার আহ্বানে
অনন্ত কালের আনন্দ জ্যোতিতে।

ত্যাগের মোহনীয় রূপ
শুধুই মন্দতা ছেড়ে দেবার তাগিদে
বিশ্বলোকের নগর প্রকৃতি-প্রাণীদের
বাঁচিয়ে রাখার নিমন্ত্রণে
জগতে কল্যাণ প্রদীপ প্রজ্বলনে।

ত্যাগের তরী; জীবন নবায়নের জন্যে
নতুন ভাবে গড়ে তোলার আহ্বানে
পরিবর্তনের আনন্দ রথে
স্রষ্টা-সৃষ্টির বন্দনা গানে
বেঁচে থাকার প্রত্যাশা মাঝে॥

নারী তুমি

মালা রিবেরু

নারী তুমি মমতাময়ী,
পরম যত্নে নতুন জীবন আনো পৃথিবীতে
তাইতো অতি সম্মানের জননী তুমি
সবার কাছে সমভাবে।
নারী তুমি ছলনাময়ী,
তোমার ছলনায় অনেক সংসার ভাঙ্গে
তোমার কারণে মা-সন্তানের
চিরদিনের সম্পর্ক ভাঙ্গে।
নারী তুমি ভাঙ্গা-গড়ার কাজ
সমতালে করো
শপথ করো নারী,
ভাঙ্গণ নয়, গড়ো মানবতা
বিশ্ব-সংসার ভরো শুদ্ধতায়॥

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

পোপ ফ্রান্সিসের পোপীয় দায়িত্বের দশম বর্ষপূর্তিতে দীর্ঘজীবী হোন, পুণ্যপিতা

২০১৩ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাস। বিশ্বের সকল খ্রিস্টবিশ্বাসীদের চোখ ভাতিকানে নিবদ্ধ। কেননা পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট ২৮ ফেব্রুয়ারি পোপীয় দায়িত্ব থেকে স্বেচ্ছায় অবসর নিয়েছেন। কে হবে নতুন পোপ- এ নিয়ে চলছে জল্পনা-কল্পনা। অবশেষে আসে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ ১৩ মার্চ ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ একটি সন্ধ্যা। সাধু পিতরের ব্যাসিলিকার দ্বিতল ভবনের বারান্দায় শুভ্রপোষাকে সজ্জিত হয়ে প্রথমবারের মতো জনগণের সামনে আসেন কার্ডিনাল জর্জ মারিও বেরগ্লোলিও। কেননা তিনিই হলেন নতুন পোপ যিনি পোপ বেনেডিক্টের উত্তরসূরী ও সাধু পিতরের উত্তরাধিকারী। সূচনা বক্তব্যে পোপ ফ্রান্সিস তার পূর্বসূরীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রকাশ করে তার পোপীয় দায়িত্ব পালন কালের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেন। বৈশিষ্ট্যগুলো হলো- রোমের বিশপ হিসেবে সর্বজনীন মণ্ডলীতে দয়ার প্রাধান্য দানে নেতৃত্ব দেওয়া, ভক্তজনগণকে কেন্দ্রে রাখা যাদেরকে আশীর্বাদ দান করার আগে তিনি নিজেই যাদের আশীর্বাদ গ্রহণ করেন এবং অন্যায্যতা, সহিংসতা ও যুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত বিশ্বে 'একটি মহান ভ্রাতৃত্বের' জন্য অবিরত প্রার্থনা। কার্ডিনাল জর্জ মারিও বেরগ্লোলিও পোপ হয়ে নাম ধারণ করেন ফ্রান্সিস। পোপ অধিষ্ঠানের পরের দিন পোপ ফ্রান্সিস তার এই নাম গ্রহণের তাৎপর্য তুলে ধরে বলেন, মণ্ডলী হবে দরিদ্র এবং দরিদ্রদের জন্য'- এই স্বপ্নের সাথে সংযুক্ততার জন্যই ফ্রান্সিস নাম ধারণ। তিনি বলেন, আসিসির সাধু ফ্রান্সিস ছিলেন দরিদ্র, শান্তির মানুষ যিনি প্রকৃতিকে ভালবাসেন ও রক্ষা করেছেন। পোপীয় দায়িত্ব গ্রহণের কয়েকমাস পরেই তার প্রথম প্রৈরিতিক প্রেরণাপত্র - মঙ্গলবাণী আনন্দ (Evangelii gaudium) প্রকাশ করেন যেখানে তিনি তার পোপীয় শাসনকালের রোডম্যাপ তুলে ধরেন। তিনি সকল খ্রিস্টানকে আহ্বান করেন তাদের জীবনে মঙ্গলবাণীর আনন্দ বহনের সাক্ষ্য দান করতে বিশেষভাবে তাদের কাছে যারা যন্ত্রণাকাতর। যাতে তারা ঈশ্বরের সান্নিধ্য ও দয়াময়তা বুঝতে পারে যে ঈশ্বর ক্ষমা করেন, গ্রহণ করেন ও আমাদেরকে রক্ষা করেন।

দশ বছর পর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে ভাতিকানের যোগাযোগ বিষয়ক দপ্তর তাদের বিভিন্ন আউটলেটে পোপ ফ্রান্সিসের পোপীয় পূর্তি উৎসব চমৎকারভাবে উদ্‌যাপন করার কথা ভাবে। ধীরে ধীরে এই বিষয়টি স্পষ্ট হয় যে, ব্যক্তি পোপ ফ্রান্সিস থেকে তার সাক্ষ্যদান ও শিক্ষাগুলোই বেশি প্রাধান্য পাচ্ছে প্রচারকাজে।

আমার পোপীয় বর্ষপূর্তিতে আমি শান্তি চাই

- পোপ ফ্রান্সিস

পোপ ফ্রান্সিসের দশম পোপীয় বর্ষপূর্তি উপলক্ষে ভাতিকান মিডিয়া পোপকাস্ট নামে একটি পডকাস্ট প্রকাশ করেছে। এই পডকাস্টে পোপ মহোদয় বলেছেন, তিনি কোনদিন কল্পনাও করেননি যে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ের পোপ হবেন তিনি। সাধু পিতরের ব্যাসিলিকার খোলা চত্বরে প্রবীণদের সাথে

পোপ ফ্রান্সিস ও প্যাট্রিয়ার্ক ১ম বার্থলমেয়

আলোচনার এক সুন্দর মুহূর্তের কথা স্মৃতিতে এনে বলেন, আমি দেখতে চাই না ছেলেরা যুদ্ধে মারা যাচ্ছে। ১০ম বর্ষপূর্তিতে অনুভূতি ব্যক্ত করে বলেন, প্রথম কথা যা আমার মনে আসলো এইতো গতকাল মাত্র শুরু করলাম ...। কিন্তু সময় কত দ্রুত চলে যায়। যখন আমরা আজকের দিনটি ধরতে চাই তখনই তা গত হয়ে যায়। এমনি করেই নতুনভাবে বাঁচতে হয়। এই দশ বছর এইভাবেই কেটেছে: টেনশনে বেঁচে থেকে।

হাজার হাজার মানুষের সাথে সাক্ষাৎ, শত শত ধর্মপ্রদেশ ও ধর্মপল্লীতে পালকীয় সফর, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে চল্লিশটি প্রৈরিতিক সফর সত্ত্বেও পোপ মহোদয়ের স্মৃতি স্পষ্ট। তিনি তার পরম সুন্দর মুহূর্ত বলে চিহ্নিত করেছেন ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৪ খ্রিস্টাব্দের মাহেন্দ্রক্ষণটিকে যখন সেন্ট পিটার্সস্কয়ারে তিনি দাদা-ঠাকু, নানা-নানীদের সাথে সাক্ষাতে মিলিত হয়েছিলেন। সেখানে তিনি বলেছিলেন, "বৃদ্ধরা হলেন জ্ঞানী মানুষ এবং তারা আমাদেরকে প্রচুর সাহায্য করেন। আমিও তো বৃদ্ধ, তাই না?"

যাহোক, পোপীয় শাসনামলের ১০ বছরে পোপ ফ্রান্সিসের বেশকিছু খারাপ সময়ও এসেছে এবং যেগুলো সবক'টিই যুদ্ধের ভয়াবহতার সাথে সম্পর্কিত। পোপ ফ্রান্সিস প্রথমেই যুদ্ধের কবরস্থান পরিদর্শন করতে যান রেডিপুলিয়া ও আনজিওতে, পরে নরম্যান্ডিতে মিত্র সৈন্যদের স্মৃতিসৌধে যান, সিরিয়ায় যুদ্ধ বন্ধ ঘোষণা করার জন্য তিনি সারা বিশ্বে প্রার্থনা করার আহ্বান রাখেন এবং ইউক্রেনে এক বছর ধরে চলমান বর্বরতার অবসানের জন্য তার ব্যাকুলতা বিশ্ববাসীকে স্পর্শ করে চলেছে। পোপ মহোদয় দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বার বার বলেন, যুদ্ধের পিছনে অস্ত্র ব্যবসা রয়েছে। এটি শয়তানের কাজ।

আমার পোপীয় দায়িত্ব পালন কালের একটি মাইলফলকে দাঁড়িয়ে আমি বিশ্বের জন্য শান্তি উপহার চাই। "শান্তি, আমাদের শান্তির প্রয়োজন"॥ **- তথ্যসূত্র :** *news.va*

লেখা আহ্বান

সুপ্রিয় লেখক-লেখিকাবৃন্দ,

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা নিবেন। পুনরুত্থান পর্ব উপলক্ষে সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর বিশেষ সংখ্যায় বিষয়ভিত্তিক প্রবন্ধ, গল্প, সাহিত্য মঞ্জুরি, খোলা জানালা, কবিতা, কলাম, ছোটদের আসর, পত্রবিতান ও অংকিত ছবি আমাদের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিবেন আগামী ২৪ মার্চ -এর মধ্যে। উক্ত তারিখের পরে কোন লেখা গ্রহণ করা হবেনা।

আপনাদের লেখা দিয়েই সুন্দর ও সৃষ্টিশীল পুনরুত্থান সংখ্যা সাজিয়ে তোলা হবে। লেখা কম্পোজ করে পাঠালে অবশ্যই SutonnyMJ ফন্টে পাঠাতে হবে।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ, ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
E-mail : wklypratibeshi@gmail.com

- সম্পাদক, সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

ধানজুড়ী ধর্মপল্লীর ডাংসেরঘাট গ্রামে বিশপ মহোদয়ের সফর

সিলভেষ্টার হাঁসদা ▯ গত ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ রোজ শুক্রবার আসিসির সাধু ফ্রান্সিসের ধর্মপল্লীর ডাংসেরঘাট গ্রামে বিশপ সেবাষ্টিয়ান টুডু পালকীয় সফর করেন। বিশপ মহোদয়কে নাচ, গান ও বাদ্যযন্ত্রের মধ্যদিয়ে বরণ করা হয়। অতঃপর বিশপ মহোদয়কে সান্তালী কৃষ্টি অনুযায়ী পা ধোয়ানো হয়। সব ফাদার সিস্টারকে ফুল প্রদানের মধ্যদিয়ে গ্রামে বরণ করে নেওয়া হয়। চা বিরতীর পর পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন বিশপ মহোদয়। তিনি তার উপদেশে বলেন, সবাইকে বিশ্বাসে বলিয়ান হতে হবে। খ্রিস্ট বিশ্বাসের শেকড় যেন আমাদের শক্ত হয়। পবিত্র খ্রিস্টযাগে ফাদার প্রদীপ মারান্ডী, ফাদার আলবার্ট সরেন ও ফাদার ভিনসেন্ট মুর্মুও উপস্থিত ছিলেন। খ্রিস্টযাগ শেষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আলোচনা ফাদার আলবার্ট সরেন পরিচালনা করেন। সভায় গ্রামের গ্রাম প্রধান, কাটেখিস্ট মাষ্টার তাদের আনন্দের অনুভূতি ব্যক্ত করেন। এছাড়াও পিমে সিস্টার, মাদার তেরেজা সিস্টার, এসএমআরএ সম্প্রদায়ের সিস্টারগণ তাদের পরিচয় ও ক্ষুদ্র অনুভূতি ব্যক্ত করেন। বিশপ মহোদয় নৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরেন। আলোচনা সভা শেষে সাধ্বী মাদার তেরেজা গির্জা পরিদর্শন করা হয়। শেষে দুপুরের আহারের পর বিশপ মহোদয়ের সফর অনুষ্ঠান সমাপ্ত করা হয়॥

ধানজুড়ী ধর্মপল্লীতে শিশুমঙ্গল দিবস উদ্‌যাপন

ফাদার ভিনসেন্ট মুর্মু ▯ গত ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ রোজ শনিবার আসিসির সাধু ফ্রান্সিসের ধর্মপল্লী ধানজুড়ীতে ১০০ জন শিশু ও এনিমেটরদের নিয়ে শিশুমঙ্গল দিবস পালন করা হয়। ব্যানার নিয়ে মাঠ থেকে শোভাযাত্রা করে গির্জা ঘরে প্রবেশ করা হয়। প্রত্যেক শিশু হাতে থাকা ফুল বেদীপ্রাঙ্গণে অর্পণ করে। খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন ধানজুড়ি ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার মানুয়েল হেম্ব্রম। উপদেশ প্রদান করেন ধর্মপ্রদেশীয় শিশু মঙ্গলের আহ্বায়ক ফাদার জসিম ফিলিপ মুর্মু। তিনি মিলন, অংশগ্রহণ ও প্রেরণকর্মের উপর কিছু কথা সহভাগিতা করেন। খ্রিস্টযাগ শেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান জাঁকজমকভাবে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে ফাদার জসিম মুর্মু সবার জন্য কুইজ প্রতিযোগীতার আয়োজন করেন। বিজয়ীদের বাইবেল প্রদান করেন। অতঃপর, প্রীতিভোজের মধ্যদিয়ে শিশুমঙ্গল দিবস সমাপ্ত করা হয়॥

সাতক্ষীরা ধর্মপল্লীতে শিশুমঙ্গল দিবস উদ্‌যাপন

ফাদার রিপন সরদার ▯ "শিশুর বন্ধু যিশু"- এই মূলসুরের উপর গত মার্চ ০৪, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে সাতক্ষীরা ধর্মপল্লীর অর্ন্তগত ৫ টি গ্রামের শিশুদেরকে নিয়ে জয়নগর গ্রামে পবিত্র শিশুমঙ্গল দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। সকাল ৮:৩০ মিনিটে পার্শ্ববর্তী ৪টি গ্রামের শিশুদেরকে ক্যাটেখ্রিস্টগণ সাথে নিয়ে জয়নগরে সমবেত হয়। এরপর প্রারম্ভিক প্রার্থনা, ধর্মশিক্ষা, গানশিক্ষা, বাইবেল বিষয়ক ধর্মীয় কুইজ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও খ্রিস্টযাগে শিশুরা অংশগ্রহণ করে। শিশুদের আধ্যাত্মিক গঠন দানের লক্ষ্যে ও যিশুর সাথে তাদের যে মধুর সম্পর্ক তাকে কেন্দ্র করে সহভাগিতা করেন ধর্মপল্লীর সহকারি পুরোহিত ফাদার রিপন সরদার। তিনি তার সহভাগিতায় "শিশুর বন্ধু যিশু" আর শিশুরাই মঙ্গল কাজের জন্য যিশুকে আশ্রয় করেই বেড়ে উঠতে পারে, এই বিষয়ে আনন্দপূর্ণ সহভাগিতা করেন। এরপর শিশুদের মধ্যে বাইবেল বিষয়ক ছোট ছোট কুইজ ও উপহার হিসাবে ক্রুশ দেওয়া হয়। পরে সকল শিশুদের নিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এরপর খ্রিস্টযাগ ও দুপুরের আহারের মাধ্যমে এই শিশুমঙ্গল দিবস সমাপন করা হয়। উল্লেখ্য ৫ টি গ্রাম থেকে প্রায় ১৩০ জন শিশু এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিল। এই শিশুমঙ্গল দিবস উদ্‌যাপনে শিশুদের আর্থিক অনুদানের পাশাপাশি ধর্মপ্রদেশ ও ধর্মপল্লী সহায়তা দান করে। শিশুদের সাথে এসময় উপস্থিত ছিলেন ধর্মপল্লীর শিশু এনিমেটরগণ, দুজন সিস্টার, ক্যাটেখ্রিস্টগণ ও একজন সেমিনারীয়ান॥

প্রায়শ্চিত্তকালীন নির্জনধ্যান ও সেমিনার

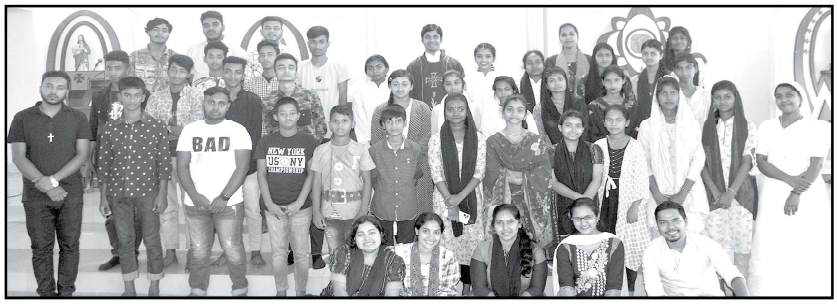

এডওয়ার্ড হালদার ▯ গত ৩-৪ মার্চ, ২০২৩ খ্রিস্টবর্ষে অনুষ্ঠিত হলো প্রায়শ্চিত্তকালীন নির্জনধ্যান ও সেমিনার। মূলসুর ছিল 'যুব জীবনে ক্রুশের শক্তি ও সেবার অনুপ্রেরণা'। অংশগ্রহণকারী ছিলেন বানিয়ারচর ধর্মপল্লীর ওয়াইসিএস এবং বিসিএসএম-এর সদস্যগণ। ৩ মার্চ বিকালে ৪ টায় বানিয়ারচর ধর্মপল্লীর জনগণের সাথে ক্রুশের পথে অংশগ্রহণ করা হয়। পরিবার পরিদর্শন এবং রাতের আহারের পরে বাণী ধ্যান পরিচালনা করেন ফাদার রিজন মারিও বাড়ৈ, যুব সমন্বয়কারী। ৪ মার্চ সকালে ৭ টায় কুমারী-মারীয়ার গ্রটোতে প্রার্থনার মধ্যদিয়ে দিনের সূচনা হয়। এরপর সকাল ৯ টায় উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন ফাদার ডেভিড ঘরামী, পালক পুরোহিত, বানিয়ারচর ধর্মপল্লী, শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন সহকারী পুরোহিত ফাদার রিচার্ড বাবু হালদার এবং ফাদার রিজন মারিও বাড়ৈ। 'যুব জীবনে ক্রুশের শক্তি ও সেবার অনুপ্রেরণা' এই মূলসুরের উপর সহভাগিতা করেন ফাদার রিজন মারিও বাড়ৈ। দ্বিতীয় অধিবেশনে দুইটি দলে ভাগ হয়ে সহভাগিতা করা হয়। ওয়াইসিএস এর পরিচিতি, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, বর্তমান অবস্থা, দিকনির্দেশনা এবং করণীয় দিকগুলো সুন্দর ভাবে সহভাগিতা করেন। দ্বিতীয় দলে বিসিএসএম এর উপর সহভাগিতা করেন মিস্ শিমলা গোমেজ ডাইওসিসান প্রতিনিধি, বরিশাল কাথলিক ডাইওসিস। দিনের শেষ ভাগে খ্রিস্টযাগ দিয়ে সেমিনার শেষ করা হয়। নির্জন ধ্যান ও সেমিনারটি আয়োজন করেন যুব কমিশন, বরিশাল কাথলিক ডাইওসিস। অংশগ্রহণকারী ছিলেন ৪৭ জন॥

ডন বস্কো কাথলিক মিশন, উত্তরায় তপস্যাকালের একদিনের নির্জনধ্যান অনুষ্ঠান পালন

মজেস হাঁসদা এসডিবি ▯ গত ১০ মার্চ ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ রোজ শুক্রবার, উত্তরা'য় সাধু ডন বস্কো কাথলিক মিশনে তপস্যাকালের একদিনের নির্জনধ্যান, প্রার্থনা-পুনর্মিলন-উপবাস অনুষ্ঠান পালন করা হয়। সকাল ৯ টায় খ্রিস্টভক্তদের আগমনের পর প্রভাত প্রার্থনা ও ফাদার থমাস পাথিয়ামোলা এসডিবি'র উপদেশের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু করা হয়। এরপর জপমালা প্রার্থনা, নিরব ধ্যান ও ব্যক্তিগত প্রার্থনা, বাইবেল সহভাগিতা, মন পরীক্ষার মধ্যদিয়ে খ্রিস্টভক্তগণ যিশুর যন্ত্রণাভোগ ও ক্রুশীয় মর্মবেদনার কথা স্মরণ করেন। দুপুরে পাল-পুরোহিত ফাদার ফ্রান্সিস আলেনচেরী এসডিবি'র পরিচালনায় পবিত্র সাক্রামেন্তের আরাধনা ও পাপস্বীকার অনুষ্ঠান এবং বিকেল ৫ টায় ক্রুশের পথ ও পবিত্র খ্রিস্টযাগ অনুষ্ঠিত হয়। খ্রিস্টভক্তগণ সকাল থেকে উপবাস রাখেন এবং পবিত্র খ্রিস্টযাগের পর নিরামিষ ভোজে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানটির সার্বিক তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে ছিলেন দক্ষিণখান এলাকায় বসবাসরত মাদার তেরেজা সংঘের খ্রিস্টভক্তগণ। উক্ত নির্জনধ্যান অনুষ্ঠানে ৭০ জন এবং ক্রুশের পথ ও খ্রিস্টযাগের জন্য প্রায় ২৫০ জন খ্রিস্টভক্ত উপস্থিত ছিলেন॥

খ্রিস্ট দেহ ধর্মপল্লী জলছত্রে -বার্ষিক পালকীয় সম্মেলন ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

ফাদার সোহাগ গাবিল সিএসসি ▯ "সিনোডীয় মণ্ডলী: মিলন, অংশগ্রহণ ও প্রেরণ - তোমার তাঁবুর সীমানা বাড়িয়ে নাও তুমি" এই মূলভাবের উপর ভিত্তি করে মার্চ ০৪, ২০২৩ তারিখে খ্রিস্ট দেহ ধর্মপল্লী জলছত্রে "বার্ষিক পালকীয় সম্মেলন ২০২৩" অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ৯:৩০ মিনিটে পবিত্র খ্রিস্টযাগের শুরুতে প্রদীপ প্রজ্জলনের মাধ্যমে পালকীয় সম্মেলনের শুভ উদ্বোধনী ঘোষণা করা হয়। ফাদার শিমন হাচ্ছা, ভিকার জেনারেল - ময়মনসিংহ কাথলিক ধর্মপ্রদেশ, পবিত্র খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্যের দায়িত্ব পালন করেন ও বাণী পাঠের আলোক মণ্ডলীতে সিনোডীয় মণ্ডলী'র ভাবধারা উপর সহভাগিতা করেন। ফাদার সুবাস কস্তা সিএসসি - পালপুরোহিত- খ্রিস্ট দেহ ধর্মপল্লী, ফাদার বাওলেন চাম্বুগং, ফাদার তিতুস মৃ পাঁচ জন যাজক, একজন ব্রাদার ও ৮ জন সিস্টার সহ শিক্ষকমণ্ডলী এবং ১৯টি গ্রামের গ্রাম কাউন্সিলের সকল সদস্য সহ মোট ১৭০ জন অংশগ্রহণকারীদেরকে নিয়ে এই পালকীয় সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

মূলভাবের উপর বিশদ ও বাস্তবধর্মী সহভাগিতা উপস্থাপন করেন ফাদার বাইওলেন চাম্বুগং। তিনি তার উপস্থাপনায় পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের চিন্তা, মণ্ডলীতে আমাদের অবস্থান ও করণীয় দায়িত্ব সম্পর্কে সহভাগিতা করেন। এছাড়াও গারো সমাজের সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান ও সাংস্কৃতিক অবস্থা ও ভবিষ্যত চিন্তা ভাবনা, বর্তমান গারোদের আর্থ সামাজিক অবস্থা ও ভবিষ্যত চিন্তা ভাবনা নিয়েও সহভাগিতা করেন। ধর্মপল্লীর পালকীয় কর্ম পরিকল্পনা বিষয়ের উপর আরও সহভাগিতা করেন এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। পরিশেষে সমস্ত আলোচ্য বিষয়ের উপর সারাংশ আকারে সহভাগিতা করেন সিস্টার সুষমা কস্তা সিএসসি প্রধান শিক্ষক, কর্পোস খ্রীষ্টি উচ্চ বিদ্যালয়, জলছত্র, মধুপুর, টাংগাইল। বৃহত্তর দলে আলোচনা ও উন্মুক্ত আলোচনার পর, ফাদার সুবাস কস্তা সিএসসি'র ধন্যবাদ ও মূল্যায়নমূলক বক্তব্যের মধ্যদিয়ে বিকাল ২ টায় উক্ত দিনের বার্ষিক পালকীয় সম্মেলনের সমাপ্তি ঘটে॥

আজ আমাদের জন্য আলাদা একটি দিন, যা খুশি তাই করার দিন

রবীন ভাবুক ▯ ৮ মার্চ, ফার্মগেটের তেজগাঁও চার্চ কমিউনিটি সেন্টারে নারী বিষয়ক উপ-কমিটির আহ্বায়ক ও ঢাকা ক্রেডিটের ভাইস-প্রেসিডেন্ট পাপড়ী দেবী আরেং-এর সভাপতিত্বে এ দিন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট্য নাট্য ব্যক্তিত্ব

ও সমাজকর্মী সারা যাকের। গেস্ট অব অনার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ৭১ টিভির উপস্থাপক ও সংবাদকর্মী মিথিলা ফারজানা। এ ছাড়াও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা ক্রেডিটের প্রেসিডেন্ট ইগ্নাসিওস হেমন্ত কোড়াইয়া, সুব্রত বি. গমেজ, নির্মল রোজারিও, পংকজ গিলবার্ট কস্তা, ইমানুয়েল বাপ্পী মন্ডল, মার্সিয়া মিলি গমেজ, মাইকেল জন গমেজ, সুকুমার লিনুস ক্রুশ, লিটন টমাস রোজারিওসহ আরো অনেকে।

শুরুতেই অনুষ্ঠানের সভাপতি পাপড়ী দেবী আরেং নারী দিবস উপলক্ষে তার বক্তব্য রাখেন। প্রধান অতিথি সারা যাকের বলেন, 'আজকে আমাদের আনন্দের দিন, আমাদের দিন। সরকার বলেছেন, ডিজিটাল সুবিধায় নারীদেরও সুযোগ দিতে হবে। নারীরা তো এগিয়ে গেছেনই, আরেকটু সুযোগ বাড়ালে নারীরা আরো বেশি এগিয়ে যাবেন। শুধু আইন আমাদের সাহায্য করবে না, অভিভাবকদেরও শুরু থেকে এটা নিশ্চিত করতে হবে।' গেস্ট অব অনার মিথিলা ফারজানা বলেন, 'বাংলাদেশের সংবিধানে কোনো ধরনের জেন্ডার বৈষম্য করার কথা বলা নেই। নারীদের কণ্ঠ জাগ্রত করতে হবে। সেই সাথে তাদের আত্মনির্ভরশীল হতে হবে। তখনই নারী অধিকার নিশ্চিত হবে।' ইগ্নাসিওস হেমন্ত কোড়াইয়া সকল নারীদের শুভেচ্ছা জনান এবং তাদের উজ্জল ভবিৎষত কামনা করেন। অন্যান্য অতিথিবৃন্দরাও তাদের সহভাগিতা তুলে ধরেন।

এ দিন পাঁচ জন নন্দিত নারী প্রধান অতিথি ও অন্যান্য অতিথিদের হাত থেকে সম্মাননা ক্রেস্ট ও সার্টিফিকেট গ্রহণ করেন।

ড. ক্যাথরিন ডেইজি গোমেজ (বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, বুয়েট-এর প্রফেসর)

জুলিয়েট কেয়া মালাকার (খ্রিষ্টান কমিশন ফর ডেভলপমেন্ট ইন বাংলাদেশ (সিসিডিবি'র) নির্বাহী পরিচালক)

রুনু বেরোনিকা কস্তা (করোনা মোকাবেলায় প্রথম টিকা গ্রহণকারী)

সিস্টার মেরী লিলিয়ান এসএমআরএ (নারী ক্ষমতায়নে কাজ করে যাচ্ছেন)

আর্নিকা চিরান (একজন সফল পার্লার ব্যবসায়ী)

এ ছাড়াও অনুষ্ঠানে সম্মাননাপ্রাপ্ত নারীদের উপর এবং ঢাকা ক্রেডিটের নারী কার্যক্রম নিয়ে প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয় এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা হয়। পরিশেষে মাইকেল জন গমেজ ধন্যবাদ বক্তব্য প্রদান করে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন॥

মুক্তিদাতা হাই স্কুলে ঐতিহাসিক ৭ মার্চ দিবস পালন ২০২৩

ব্রাদার রঞ্জন পিউরীফিকেশন ▯ "এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, এবারের

সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম" এই দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয়কে সামনে রেখে মুক্তিদাতা হাই স্কুল, বাগানপাড়া, রাজশাহী-এর আয়োজনে ঐতিহাসিক ৭ মার্চ দিবস-২০২৩ পালন করা হয়। অনুষ্ঠনের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফাদার ফাবিয়ান মারান্ডী,অত্র প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি ও রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের ভিকার জেনারেল, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফাদার বাবলু কোড়াইয়া। সভাপতিত্ব করেন অত্র প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক ব্রাদার রঞ্জন লূক পিউরিফিকেশন সিএসসি। অনুষ্ঠানের শুরুতে উদ্বোধনী কবিতা আবৃত্তির মাধ্যমে সকল অতিথিদেরকে ফুলের তোড়া ও ব্যাজ প্রদান করে বরণ করে নেওয়া হয়। প্রধান অতিথি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সম্বন্ধে অর্থপূর্ণ সহভাগিতা করেন। ফাদার বাবলু কোড়ায়াই বলেন বঙ্গবুন্ধ ছিলেন একজন আদর্শ নেতা। তার নেতৃত্বেই বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। এছাড়াও আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন ব্রাদার রঞ্জন পিউরিফিকেশন সিএসসি। দিনের কর্মসূচির মধ্যে ছিল আলোচনা সভা, বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ প্রদর্শনী, মাধ্যমিক, প্রাথমিক ও প্রাক–প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের মধ্যে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ প্রতিযোগিতা, বির্তক প্রতিযোগিতা, পুরস্কার বিতরণী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দিনের কর্মসূচী সমাপ্ত হয়॥

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
প্রতিবেশী'র বার্ষিক চাঁদা পরিশোধ করেছেন কি?

17th Death anniversary of Shefali Stella Palma

Losing a mother is one of the most difficult experiences anyone can go through.

Today, as we mark the anniversary of our mother's passing, We're filled with a mixture of sadness and gratitude.

Our mother was an incredible woman. She was kind, selfless, and always put the needs of others before her own. She taught us so much about the importance of family, hard work, and perseverance. Even though she is no longer with us, we carry her lessons with us every day.

On this anniversary of her passing, We want to take a moment to remember her life and legacy.

On this day, we want to honour her memory by continuing to live our life with the same grace, kindness, and strength that she exemplified. We will forever be grateful for the time we had together, and we know that she will always be with us in spirit.

Please bless us from heaven.
Rest in peace, Maa. You are deeply missed and forever loved.

Shefali Stella Palma
Birth-15/09/1956
Death 18/03/2006
Villa- South Bhaderty
Po-Kaliganj
Dist- Gazipur

Grieving family
James Jacob Palma/Margaret Casta
Jui Palma/Theotenious Titu D'costa.
Jewel Stephen Palmer/ Sadhana Christina Cruze
Shohel Cornelious Palma/ Sumi Gomes
Grandchildren- Durlov Costa, Darpon Costa, Stella Palmer, Wreath Palmer, Anshi Palma.

বিজ্ঞ/৮২/২০২৩

Hospital License No: HSM4320756
Hospital Reg. Code: HSM16585

সেন্ট জন ভিয়ানী হাসপাতাল
ঢাকা আর্চডায়োসিসের একটি স্বাস্থ্য-সেবা প্রতিষ্ঠান

অল্প খরচে অত্যাধুনিক মেশিনে ডায়ালিসিস

মাত্র তিন হাজার টাকায় আপনি পাচ্ছেন সর্বাধুনিক মেশিনে ডায়ালিসিসের সুবর্ণ সুযোগ। আপনার সাথে থাকছেন- দক্ষ-উচ্চ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ডাক্তার নার্স-টেকনিশিয়ান। আপনার স্বাস্থ্য ঝুঁকি নিরসনে পাবেন আইসিউ সাপোর্ট

মাত্র দুইশত টাকায় জরুরী ডাক্তার সেবা

আপনি ২৪ ঘন্টা পাচ্ছেন মাত্র দুইশত টাকায় জরুরী ডাক্তার সেবা
বিশেষজ্ঞ ডাক্তারতো প্রয়োজন মত আপনাকে অল্প ভিজিটে সেবা দেবেনই

আপনাদের সেবায় আরও নিয়োজিত

* তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত ধুলা-বালিমুক্ত, সরাসরি প্রস্তুতকারী কোম্পানী থেকে সংগৃহিত ঔষধালয়
* বিখ্যাত সিআরপি ও সরকারী অনুমোদনপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষিত থেরাপিস্ট দ্বারা পরিচালিত ফিজিওথেরাপী বিভাগ
* বিশ্ববিখ্যাত মেশিনে ও মানসম্মত রিএজেন্ট ব্যবহৃত প্যাথলজি বিভাগ
* অত্যাধুনিক মেশিনে আল্ট্রাসনো ও এক্স-রে বিভাগ
* মানসম্মত যন্ত্রপাতি ও অভিজ্ঞ সার্জন দ্বারা পরিচালিত অপারেশন থিয়েটার ও ডেন্টাল ইউনিট, সিজারিয়ানসহ সব ধরনের অপারেশনের সুব্যবস্থা

যোগাযোগ করুন:

৯ হলিক্রস কলেজ রোড, তেজকুনীপাড়া, ফার্মগেট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫
ফোন: ০৯৬৭৮৬০০০০৬, ০৯৬৭৮৪১০০৪২, ০১৩০০৯৭৮৬১৯
Email: info@sjvhbd.com/Website: www.sjvhbd.com
Contact: 09678600006 / 09678410042 / 01300978619

বিজ্ঞ/৮৩/২০২৩

বর্ষ ৮৩ ❖ সংখ্যা - ১০
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 10
Regd. No. DA-33
❖ 19 - 25 March, 2023, ৫ - ১১ চৈত্র, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

ঢাকার সিদ্দিকবাজারে বিস্ফোরণ ঘটনায় কাথলিক মণ্ডলীর শোকবার্তা

গত ৭ মার্চ ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার সিদ্দিকবাজারে বিস্ফোরণের ঘটনায় বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলীর পক্ষে বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী গভীর উদ্বেগ ও দুঃখ প্রকাশ করছে। বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী এই দুর্ঘটনায় নিহতদের আত্মার কল্যাণ ও আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করে শোকসন্তপ্ত পরিবারে সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছে। একইসাথে সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্নস্থানে সংগঠিত অনুরূপ দূর্ঘটনায় বিশেষ উদ্বেগ প্রকাশ করে সরকার, প্রশাসন ও সেইসাথে সকল জনসাধারণকে ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়ানোর এবং সর্বক্ষেত্রে বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ এবং সচেতনতা ও সাবধানতা অবলম্বন করার আহ্বান জানাচ্ছে; যাতে এমন হৃদয় বিদারক ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে। বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলী সকল খ্রিস্টভক্তের সঙ্গে যুক্ত হয়ে দেশ ও জাতির সকলের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনায় প্রার্থনা ও সহযোগিতার আশ্বাস ব্যক্ত করছে।

Catholic Bishops' Conference of Bangladesh

বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলীর পক্ষে,
আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই
সভাপতি, বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী

প্রতিবেশী'র ইস্টার সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দিন

আপনার প্রিয় সাপ্তাহিক পত্রিকা 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী' আসন্ন ইস্টার সানডে উপলক্ষে জ্ঞানগর্ভ, অর্থপূর্ণ ও আকর্ষণীয় সাজে সজ্জিত হয়ে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। **সম্মানিত পাঠক, লেখক লেখিকা ও সুধী,** আসন্ন ইস্টার সানডে উপলক্ষে আপনি কি প্রিয়জনকে শুভেচ্ছা জানাতে চান কিংবা আপনার প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দিতে চান? এবারও ভিতরের পাতায় রঙিন বিজ্ঞাপন ছাপার সুযোগ রয়েছে। তবে আর দেরী কেন? আজই যোগাযোগ করুন।

ইস্টার সানডে'র বিশেষ বিজ্ঞাপন হার

শেষ কভার পূর্ণ পৃষ্ঠা (৪ রঙা)	=	২৫,০০০ টাকা	বুক্ড
প্রথম কভার ভিতরে পূর্ণ পৃষ্ঠা (৪ রঙা)	=	১৫,০০০ টাকা	বুক্ড
শেষ কভার ভিতরে পূর্ণ পৃষ্ঠা (৪ রঙা)	=	১৫,০০০ টাকা	বুক্ড
ভিতরে পূর্ণ পৃষ্ঠা রঙিন	=	১০,০০০ টাকা	
ভিতরে অর্ধেক পৃষ্ঠা রঙিন	=	৬,০০০ টাকা	
ভিতরে এক চতুর্থাংশ রঙিন	=	৩,০০০ টাকা	
ভিতরে পূর্ণ পৃষ্ঠা সাদাকালো	=	৭,০০০ টাকা	
ভিতরে অর্ধেক পৃষ্ঠা সাদাকালো	=	৪,০০০ টাকা	
ভিতরে এক চতুর্থাংশ সাদাকালো	=	২,৫০০ টাকা	

যোগাযোগ করুন – বিজ্ঞাপন ও সার্কুলেশন বিভাগ
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫, মোবাইল : ০১৭৯৮-৫১৩০৪২ (বিকাশ)

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org